গাজায় হত্যার বিরোধিতা করায় ইসরায়েলি সাংসদ ৬ মাস নিষিদ্ধ হলেন

সারে-জমিন

ভালো থাকা সুনিশ্চিতের শপথ আল-আমীনের পাথরচাপুড়িতে

রূপসী বাংলা

কর্মসংস্থানে সমাজ মাধ্যমের ভবিষ্যৎ ও তার প্রভাব

সম্পাদকীয়

ওয়াকফ বিল একটা মারাত্মক চক্রান্ত: সিদ্দিকুল্লাহ

সাধারণ

শচীন-কোহলির কীর্তিকে পেছনে ফেলেছেন গুরবাজ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

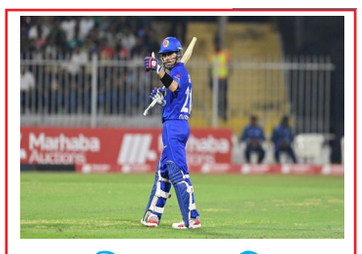

বুধবার
১৩ নভেম্বর, ২০২৪
২৮ কার্তিক ১৪৩১
১০ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 306 ■ Daily APONZONE ■ 13 November 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

জীবন্ত দগ্ধ দুই মেইতেই বৃদ্ধ, ফের উত্তপ্ত হচ্ছে মণিপুর

আপনজন ডেস্ক: বেশ কয়েকটি কুকি-জো সংগঠনের ডাকা কারফিউ ও 'সাধারণ বনধের' মধ্যে মঙ্গলবার সংঘাতপূর্ণ মণিপুরের জিরিবাম জেলায় মেইতেই সম্প্রদায়ের দুই বৃদ্ধের পোড়া দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মণিপুর পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল আই কে মুইভা ইম্ফলে সাংবাদিকদের বলেন, সোমবার বিকেলে একটি পুলিশ স্টেশন ও সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলা চালানোর অভিযোগে ১০ সশস্ত্র ব্যক্তির মৃত্যুর পর তল্লাশি চালিয়ে দুটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং তিন মহিলা ও তিন নাবালক-সহ ছয়জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। জিরিবামে কুকি-জো জঙ্গিরা যে ছয়জনকে অপহরণ করেছে বলে সন্দেহ, তাদের খুঁজে বের করার দাবিতে বুধবার ইম্ফল উপত্যকায় 'সাধারণ বনধ' ঘোষণা করে মেইতেই সংগঠনগুলি। তারা জানিয়েছে, কুকি-জো জঙ্গিরা বেশ কয়েকটি দোকান ও বাড়িতে আগুন ধরালে লাইশরাম ও মাইবাম কেশ নামে দুই ব্যক্তি পুড়ে মারা যায়।

আজ ৬টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন, নজর হাড়োয়ার সংখ্যালঘু ভোটে

আপনজন ডেস্ক: আজ বুধবার পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৩ নভেম্বর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুন এবং বাংলার আবাস যোজনার আওতায় পাকা বাড়ি তৈরির জন্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তার সুবিধাভোগী নির্ধারণ করা নিয়ে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ নিয়ে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস যখন তীব্র বিক্ষোভের মুখোমুখি হচ্ছে তখন বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলি কতটা উপনির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে সেই অপেক্ষায় রয়েছে রাজনৈতিক মহল। রাজ্যের যে ছটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেগুলি হল: সিতাই, মাদারিহাট, নৈহাটি, হাড়োয়া, মেদিনীপুর ও তালডাংরা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বর্তমান বিধায়করা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হওয়ার পরে ছয়টি আসনেই উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছিল। ২০২১ সালে বিজেপির মনোজ টিগ্গা মাদারিহাট বিধানসভায় জয়ী হয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তিনি। সিতাই কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া সাংসদ হন। রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হন। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হাড়োয়ার তৃণমূল বিধায়ক হাজি শেখ নুরুল ইসলাম। গত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি প্রয়াত হন। বিধায়ক জুন মালিয়া

মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। বাঁকুড়া থেকে জয়ী হয়েছেন তালডাংরার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী। কিন্তু এই উপনির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন চর্চিত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে আরজি কর হাসপাতালে ইন্টার্ন খুন প্রসঙ্গ, আবাস যোজনা বাড়ি বরাদ্দ ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ এবং কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক তৃণমুল সরকারের আমলে স্বীকৃতি পাওয়া ওবিসি তালিকা বাতিল।

তবে, রাজ্যের যে ছটি বিধানসভা কেন্দ্রে আজ উপনির্বাচনে অনুষ্ঠিত হবে তার মধ্যে অন্যতম নজরকাড়া হল হাড়োয়া। বসিরহাটে নারী নিপীড়ন নিয়ে বিজেপি যেভাবে হইচই করে চলেছে তাতে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের হাড়োয়া বিধানসভা নির্বাচনে তার আদৌ প্রভাব পড়বে কিনা সেটা নিয়েই যত জল্পনা। যদিও বিগত লোকসভা নির্বাচনে হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের শক্তি অটুট ছিল। আর যে বিজেপিকে নিয়ে এত আলোচনা সেই বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয় স্থানে চলে গিয়েছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রয়াত হাজি নুরুল ইসলাম ৫৭.৩৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আইএসএফ প্রার্থী কুতুবুদ্দিন ফতেহ পেয়েছিলেন ২১. ৭৪ শতাংশ, আর বিজেপির রাজেন্দ্র সাহা পেয়েছিলেন ১৬.৯৪ শতাংশ। উল্লেখ্য, হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটারদের ৬৫.৭ শতাংশ। অবশ্য তফশিলি জাতির ভোটারদের হার ১৫.৬ শতাংশ। তার উপরই ভর করে চলতে চায় বিজেপি। তবুও আশায় দিন গুনছে যদি আইএসএফ মুসলিম ভোটে থাবা বসিয়ে তাদের ভাগ্য খুলে দেয়। কারণ, উপনির্বাচনে আইএসএফের সঙ্গে সিপিএমের জোট হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হয়নি। কংগ্রেস আলাদা প্রার্থী দিয়েছে। যদিও এবারের হাড়োয়া উপনির্বাচনে যে ৯জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারা হলেন, রফিকুল ইসলাম (নির্দল), বিমল দাস (নির্দল), নওশাদ আলি (নির্দল), সেখ আজিমুদ্দিন (নির্দল), হাবিব রেজা চৌধুরি (কংগ্রেস), বিমল দাস (বিজেপি), আবদুল নইম মল্লিক (ওয়েলফেয়ার পার্টি), সেখ রবিউল ইসলাম (তৃণমূল) ও পিয়ারুল ইসলাম (আইএসএফ)। এদের মধ্যে নির্দল প্রার্থী নিরক্ষর। আর বিজেপি প্রার্থী বিমল দাস ক্লাস এইট পাশ। তৃণমূল প্রার্থী প্রযাত হাজি নুরুল পুত্র সেখ রবিউল ইসলাম রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তেকে এমএ। আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলাম কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ এলএলবি। ডব্লুপিআই প্রার্থী আবদুল নইম মল্লিক মাধ্যমিক, কংগ্রেসের হাবিব রেজা মাধ্যমিক, নির্দল আজিমুদ্দিন এইচএস, নির্দল নওশাদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ও নির্দল রফিকুল ইসলাম মাধ্যমিক। অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে ধনী তৃণমূল প্রার্থী সেখ রবিউল ইসলামের সম্পত্তির পরিমাণ ৮৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৪১ টাকা। কংগ্রেস প্রার্থী হাবিব রেজা চৌধুরির সম্পত্তি ৬০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলামের সম্পত্তির পরিমাণ ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার ২০৫ টাকা। ডব্লুপিআই প্রার্থী নইম মল্লিকের সম্পদের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। বিজেপি প্রার্থী বিমল দাসের সম্পত্তি ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫৫৫ টাকা। সবচেয়ে গরিব নির্দল প্রার্থী বিমল দাসের সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ৭০ হাজার টাকা। রাজ্যের মধ্যে হাড়োয়া এমন এক কেন্দ্র যেখানে সংখ্যালঘু প্রার্থীরা সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে সংখ্যাগুরুদের প্রার্থীদের থেকে এগিয়ে। উল্লেখ্য, ওবিসি বাতিলের পর এই প্রথম কোনও নির্বাচন হচ্ছে রাজ্যে। তাতে কী প্রভাব পড়ে সেটাই দেখার।

পাহাড়ে হবে ৪টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র, উন্নয়ন পর্ষদের মনিটরিং সেলও গঠিত হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সদস্য এবং দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, রাজ্য সরকার পাহাড়ে চারটি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করবে।

এই কেন্দ্রগুলি এই অঞ্চলের যুবকদের চাকরির বাজারে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য সঠিক প্ল্যাটফর্ম দেবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে অনেক যুবক শীঘ্রই স্বাবলম্বী হবে। আইটিআই-এর পড়ুয়ারাও প্রশিক্ষণ শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে যাতে চাকরি পেয়ে যায়।

চেয়ারম্যান অনীত থাপা ছাড়াও জিটিএ-র অন্যান্য সদস্য এবং পার্বত্য সম্প্রদায় উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সনরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে প্রাথমিক ফোকাস ছিল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রচারের দিকে। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের পাশাপাশি অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিবরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

জানা গিয়েছে, জিটিএ-র অডিট ও বকেয়া খতিয়ে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, পাহাড়ে উন্নয়ন পর্ষদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আপডেট জানানোর অনুরোধ জানান তিনি। দার্জিলিং ও কালিম্পঙের জেলাশাসকদেরও ওই এলাকায় সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর মেরামতির কাজের আপডেট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য সরকার দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলিতে পুনর্বাসন ও উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। জিটিএ-র উন্নয়ন ও অডিট কাজের মূল্যায়নের জন্য একটি মনিটরিং সেল গঠনের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। পাহাড়ে ১৬টি উন্নয়ন পর্ষদ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পুনর্গঠন করা হবে। মনিটরিং সেল থাকবে সুষ্ঠুভাবে কাজ নিশ্চিত করার জন্য। সেলের চেয়ারম্যান হবেন জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা এবং ভাইস চেয়ারম্যান হবেন এলবি রাই। পাহাড়ের দুই জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের জেলাশাসকদেরও নজরদারি সেলে রাখা হবে। তবে নবান্ন সূত্রের খবর, প্রতিটি বোর্ডের একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মনিটরিং সেল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার এই জাতীয় প্রতিটি বোর্ডকে বার্ষিক ২ কোটি টাকা তহবিল সরবরাহ করে। ভারতীয় গোর্খা প্রজাতন্ত্রী মোর্চা (বিজিপিএম) তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করছে। থাপা বলেন, যখনই মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে আসেন, সেখানকার মানুষকে নতুন কিছু দেওয়ার থাকে। পাহাড়ের মানুষ সেটা বুঝতে শুরু করেছে। আমরা জিটিএ-তে পাহাড়ের আরও উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছি। আমাদের দল সব সময় রাজ্য সরকারের সঙ্গে আছে। পাহাড়ের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর অকৃত্রিম ভালোবাসা রয়েছে। আশা করি, পাহাড় আরও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!

ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে GNM কোর্সে ভর্তি চলছে

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ 40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

ধানক্ষেতে চিতা বাঘের আতঙ্ক

সাদ্দাম হোসেন ● ধূপগুড়ি

আপনজন: সাতসকালে ধান কাটার সময় কৃষকরা বন বিড়ালের মা সমেত বিড়াল ছানা দেখে চমকে ওঠেন, মা বন বিড়ালটি ভয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত বারঘরিয়া অঞ্চলের অঞ্চল অফিসপাড়ার। এই সময় ধান কাটার মরশুম, চলছে ধান কাটার পরেই আলু লাগাবে কৃষকরা, সে কারণে তড়িঘড়ি করে ধান ক্ষেতের মালিক ঠিকা দিয়েছিল ধান কাটার জন্য সে কারণে খুব সকালে কৃষকরা যখন ধান কাটে তখনই কুকুরের সমান বন বিড়াল লাফিয়ে চলে যায়। তারপরেই কৃষকরা দেখে দুটি ফুটফুটে বাচ্চা যার এখনো চোখ ফুটেনি তারা দেখতে পারে না কিন্তু কৃষকদের বক্তব্য বন বিড়ালটি আশে পাশেই রয়েছে চিৎকার চেঁচামেচি করছে। সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা বন কর্তাদের ফোন করে বলেন তারা বনবিড়ালের বাচ্চা দুটো যত্ন করে রেখে দিয়েছে।

বহরমপুরে তৃণমূলে যোগদান

হাসান বশির ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুরের গুরুদাসপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস বহরমপুর পূর্ব ব্লক সহ সভাপতি বুলবুল সেখ - এর উদ্যোগে যোগদান সভা করা হল মঙ্গলবার বিকেলে রুহিয়া ইটভাটা ময় টিভিদানে। এই যোগদান সভায় বহরমপুর সাংসদ ইউসুফ পাঠানের আসার কথা থাকলেও কোচবিহার উপনির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত থাকার কারণে সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাই তিনি মোবাইল কনফারেন্সে জনসাধারণকে সাধুবাদ জানালেন। ২০০ পরিবার ও একজন বর্তমান কংগ্রেসের মেম্বারের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন বহরমপুর পৌর পিতা নাড়ু গোপাল মুখার্জি এবং বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আইজুদ্দিন মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর পূর্ব ব্লক সহ সভাপতি বুলবুল সেখ, গুরুদাসপুর অঞ্চল প্রধান স্বপ্না খাতুন , দৌলতাবাদ অঞ্চল প্রধান নূরে সালমা খাতুন, দৌলতাবাদ অঞ্চল সভাপতি সামসুল আলম।

জনসংযোগ বাড়াতে ম্যালে প্রাতঃভ্রমণে হাঁটলেন মমতা

সমীর দাস ● দার্জিলিং

আপনজন: ভোট যে বড় বালাই। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বাংলার অন্যতম ভোট-ক্যাচার তা শত্রুও স্বীকার করবে। তাই আজ ভোরে উঠেই মমতা হাঁটতে চলে গেলেন ম্যালে। বিধানসভা উপনির্বাচনের আবহে গতকাল সোমবার তিনদিনের দার্জিলিং সফরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিং শহরে এসে প্রত্যেকবারই সব জায়গা ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার জনসংযোগ করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

মঙ্গলবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে নেহরু রোড দিয়ে ম্যালে ওঠার পথে বিশ্ববাংলার স্টল ঘুরে দেখেন তিনি। এই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে কথা বললেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। শুনলেন তাঁদের অভাব-অভিযোগ। আশ্বাস দিলেন সমাধানের। তাঁকে পেয়ে খুব খুশি সাধারণ মানুষেরা।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি পৌঁছে যান কয়েকটি শীতবস্ত্রের দোকানে। তাদের সঙ্গে কথা বলেন। জেনে নেন জিনিসপত্রের দাম। পাহাড় সফরে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকবারের মতো আজ মঙ্গলবারও সকালে জনসংযোগে বের হন মুখ্যমন্ত্রী। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী রিচমন্ড হিল থেকে বেরিয়ে ম্যালের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকেন। পথে সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন তিনি। হাত মেলান কচিকাঁচাদের সঙ্গে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় সফরে এলেই একবার সামনে দেখতে পাহারবাসীরা মুখিয়ে থাকেন। এখন দেখার আগামী ভোটের এর কতটা প্রভাব পড়ে।

কর্মসাথী প্রকল্পে সুবিধা কি, তা নিয়ে কর্মশালা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্য সরকারের কর্মসাথী প্রকল্পের সুবিধামূলক বিষয়ের আলোচনা হয়ে গেলো মঙ্গলবার।পরিযায়ী শ্রমিকদের উন্নতিকল্পে মালদায় অনুষ্ঠিত হলো একটি কর্মশালা। মঙ্গলবার দুপুরে মালদা টাউন হলে কর্মসাথী নামক পরিযায়ী শ্রমিকদের এই কর্মশালায়।

রাজ্য সরকারের কর্মসাথী প্রকল্পের সুবিধামূলক বিষয়ের আলোচনা করা হয় মালদহের বিভিন্ন মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়।এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের বস্ত্র ও সংখ্যালঘু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, শ্রম দপ্তরের মালদার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার তানিয়া দত্ত সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন মালদা জেলার ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ বিভিন্ন পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারদের সঙ্গে নিয়েই মূলত রাজ্য সরকারের এই কর্মসাথী প্রকল্পের সুবিধামূলক বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

পাশাপাশি এখনো পর্যন্ত যেসব পরিযায়ী শ্রমিকদের সরকারিভাবে নাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি, সেক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের তদারকি করার কথাও জানানো হয়েছে।মালদা জেলা থেকে বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার।

পরিযায়ী শ্রমিকদের সরকারিভাবে নাম রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি, সেক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের তদারকি করার কথাও জানানো হয়েছে।

ভালো থাকা সুনিশ্চিতের শপথ নিয়ে শেষ হল আল-আমীনের পাথরচাপুড়ির পুনর্মিলন

পাথরচাপুড়ির পুনর্মিলন উৎসবে আজহারউদ্দীন, এম নুরুল ইসলাম, কাজল সেখ, ড. সেখ মহ. হাসান ও হাসিব আলম।

পাথরচাপুড়ির পুনর্মিলন উৎসবে সংবর্ধনা সভায় সেখ সামসুদ্দিন, এম নুরুল ইসলাম, আজহারউদ্দীন ও রানা মুখার্জি।

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: সমাজের সকল মানুষের ভালো থাকাকে সুনিশ্চিত করার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে শেষ হল আল-আমীনের পাথরচাপুড়ি শাখার পুনর্মিলন উৎসব। তাতে অংশ নেন আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও গুণীজন। মূলত আল অমীন মিশনের পাথরচাপুড়ি শাখার প্রাক্তনীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক অনুষ্ঠান ও পুনর্মিলন উৎসব। ক্বেরাত পাঠের মাধ্যমে ৯ ও ১০ নভেম্বর দু-দিনের এই উৎসবের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আল-আমীন ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন ড. সেখ মহম্মদ হাসান।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বীরভূম জেলার সভাধিপতি ফায়েজুল হক (কাজল সেখ), বীরভূম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখার্জী, ট্রাফিক বিভাগের ডেপুটি পুলিশ সুপার কুনাল মুখার্জী, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক নাইমুর রহমান, এই শাখার প্রাক্তনী নদীয়ার রানাঘাটের ডেপুটি পুলিশ সুপার সেখ সামসুদ্দিন, তাঁতিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুবীর ঘোষ, মিশন পরিচালন সমিতির সদস্য কাজী আব্দুল বসির ও হাসিব আলম, মিশনের সহ-সম্পাদক মহ. আলমগীর বিশ্বাস এবং বিভিন্ন শাখার ভারপ্রাপ্ত ব্যাক্তিবর্গ প্রমুখ।

আগত অতিথিদের উপস্থিতিকে স্বাগত জানিয়ে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে আমরা একা একা ভাল থাকতে পারি না, আমাদের ভালো থাকতে গেলে সমাজের সকলস্তরের মানুষের ভালো থাকাকে সুনিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন মনুষত্যের সঠিক শিক্ষা অর্জন, কেবলই পুঁথিগত শিক্ষা নয়। সভাধিপতি ফায়েজুল হক সরকারি বিভিন্ন জনশিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা প্রদানের বিষয় এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। রানা মুখার্জি বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক মাধ্যমের প্রতি আসক্ত না হয়ে একনিষ্ঠভাবে লেখাপড়ার প্রতি মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্যান্য পেশায়ও মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। কুনাল মুখার্জি ও নাইমুর রহমান আল-আমীনের কর্মকাণ্ডকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পড়ুয়াদের এগিয়ে জেতে অনুপ্রানিত করেন। প্রাক্তন ছাত্র সেখ সামসুদ্দিন ছাত্রাবস্থার মধুর স্মৃতিচারণ করে বলেন, মিলনের এই উৎসব প্রত্যেক বছরই হবে ইনশা আল্লাহ। এই শাখার অন্য এক তারকা প্রাক্তনী লেফটেন্যান্ট সাদ্দাম হোসেন শেখ ভারতীয় আর্মিতে কর্মরত। কর্মব্যস্ততার জন্য সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারলেও এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে এই পেশায় যোগ দিতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি অন্যান্য পেশার চেয়ে এই পেশার সম্মান বা মর্যাদার কথা তুলে ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাসিব আলম। সকালে প্রাক্তনীদের তরফে মিশন সংলগ্ন স্থানীয় দুঃস্থদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল অফিসার সেখ তাজ মহম্মদ ছাত্র-ছাত্রীদের আইন বিভাগে বেশি বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। খলতপুর শাখার প্রাক্তনী ও মুর্শিদাবাদ জেলার সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা আল-আমীন মিশন নিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণ করার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তিনি মিশনের ধারাবাহিক অগ্রগতি বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়াও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন পাণ্ডেবেশ্বর কলেজের সহযোগী অধ্যাপক নাসিরুদ্দিন মোল্লা এবং সাংড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভঙ্কর দত্ত। দু-দিনের এই উৎসবে ছাত্র-ছাত্রীরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক সহ নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পেশ করে। দেওয়াল পত্রিকা 'ইচ্ছে-৫' এর শুভ উদবোধন করেন সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। এছাড়াও মিশনের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আসলাম মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পড়ুয়াদের দ্বারা পরিত্যক্ত সামগ্রী থেকে প্রস্তুত আকর্ষণীয় বস্তুতে রুপান্তরিত করে আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শন করা হয়। লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় আদিবাসী নৃত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শাখার সুপারিন্টেনডেন্ট মহ. মোস্তফা বিশ্বাসের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে এবছরের অনুষ্ঠানের সামপ্তি ঘটে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভালোবাসার তত্ত্ব উদ্বোধনে ড. গৌতম পাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: মঙ্গলবার ১২ নভেম্বর ২০২৪ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর বিজ্ঞান বিভাগে 'ভালোবাসার তত্ত্ব' উদ্বোধন করলেন বিজ্ঞানী ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য ড. গৌতম পাল। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া-শারীরবিজ্ঞানী ও প্রখ্যাত আবৃত্তিওয়ালা ড. পিনাকী চট্টোপাধ্যায়, উদার আকাশ প্রকাশনের প্রকাশক ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক ফারুক আহমেদ, বইয়ের লেখক ও গবেষক হেমন্ত তরফদার, স্বপন বিশ্বাস ও ড. দীপান্বিতা দাশগুপ্ত।

উদার আকাশ প্রকাশনের গ্রন্থ উদ্বোধনে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. গৌতম পাল ভূয়সী প্রশংসা করেন। লেখক হেমন্ত তরফদার জানান, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তাঁর নিরলস বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফসল এই ভালোবাসার নতুন সমীকরণ। তাঁর আশা এই সূত্র আগামী দিনে এই বিষয়ে গবেষণার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

উদার আকাশ প্রকাশনের প্রকাশক ফারুক আহমেদ বলেন, গ্রন্থটি পাঠক দরবারে সমাদৃত হলে, আমাদের প্রয়াস সার্থক।

ড. পিনাকী চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিষয় ভাবনা ও আঙ্গিকের দিক থেকে সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় গ্রন্থটি একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

শান্তিপুরে পাড় ভাঙনে নদী বক্ষে চলে গেল বিঘা বিঘা চাষের জমি

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার শান্তিপুরে ভয়াবহ নদীর পাড় ভাঙ্গনে নদী বক্ষে চলে গেল বিঘা বিঘা চাষের জমি, অসহায় চাষিরা।

আবারো ভয়াবহ নদীর পাড় ভাঙ্গনের ঘটনায় নদীবক্ষে চলে গেল বিঘা বিঘা চাষের জমি। দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে চাষীদের। নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের গয়েশপুর পঞ্চায়েতের টেংরিডাঙ্গা গ্রামের ঘটনা। চাষীদের দাবি, গত দুদিন থেকে এই ভয়াবহ নদীর পাড় ভাঙ্গন শুরু হয়, মঙ্গলবার সকাল থেকে আরো ভয়ংকর রূপ নেয় এই পার ভাঙ্গনের। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বিঘা চাষের জমি ভেঙে চলে গেছে নদীতে, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে টমেটো চাষ, বাঁধাকপি চাষ, ফুলকপি চাষের। যত বেলা বাড়ছে ততই ভাঙ্গনের চেহারা নিচ্ছে ভয়ঙ্কর।

এমত পরিস্থিতিতে দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে চাষিরা। চাষীদের অভিযোগ, এর আগেও

ভাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেচ দপ্তর কিংবা স্থানীয় প্রশাসন কারোর দেখা মেলেনি। অবিলম্বে নদীর পাড় ভাঙ্গন রোধের কাজ শুরু না করলে আর বোধহয় রক্ষে নেই। শুধু বিঘা বিঘা চাষের জমি নয় ভাঙ্গনের কবলে পড়বে ভিটেমাটিও। তবে এ প্রসঙ্গে গয়েশপুর পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল ঘোষ কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, বিষয়টি উচ্চ স্তরে জানানো হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে এই মুহূর্তে ভাঙ্গনের যা পরিস্থিতি সেই দৃশ্য দেখে রীতিমতো কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে চাষীদের, কি করবেন সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না। কারণ এক বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এমনি তেই ফসলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এরপর নদীর পাড় ভাঙ্গনে যদি আবারো ক্ষতির মুখে পড়তে হয় তাহলে কি করবেন কোথায় যাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না চাষিরা। এখন নদীর পাড় ভাঙ্গন রোধের জন্য প্রশাসন কত তাড়াতাড়ি শক্ত হাতে ব্যবস্থা নেয় সেটাই দেখার।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, শোকের ছায়া চাকুলিয়ায়

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● চাকুলিয়া

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া বিধানসভার আমুলিয়া এলাকায় ফের এক পরিযায়ী শ্রমিকের অকাল মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। প্রয়াত ওই শ্রমিকের নাম তারিকুল ইসলাম, বয়স মাত্র কুড়ি বছর। পরিবারের সদস্যদের মতে, কাজের খোঁজে কিছু মাস আগে ভিন রাজ্যে মান্ডির কাজে গিয়েছিলেন তারিকুল। সেখানে কাজ করার সময় এক দুর্ঘটনায় ইলেকট্রিক শকে প্রাণ হারান তিনি। তারিকুলের বাবা সেন্টু জানান, "রাজ্যে পর্যাপ্ত কাজ না থাকায় বাধ্য হয়ে ছেলে বাইরে গিয়েছিল। আমরা জানতাম না যে এরকম মর্মান্তিক কিছু ঘটবে।" তারিকুলের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী এবং পরিবার এই ঘটনায় সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রত্যেকেই এই অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে, যা অনেক সময় মর্মান্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন আদিবাসী সংগঠনের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান এর কাছে ডেপুটেশন দিলেন একটি আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা। মূলত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ সহ চার দফা দাবিতে ডেপুটেশন কমিটিতে সামিল হয় আসেকা (এএসইসিএ) সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের সদস্যদের সাফ দাবি, জেলায় আদিবাসী ভাষায় পঠন-পাঠন চালু করতে হবে, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে আদিবাসী পড়ুয়াদের জন্য। তাদের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের শামিল হবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচির আগে একটি মিছিল বের করা হয় সংগঠনের তরফে। পরবর্তীতে সেই মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে জেলা

প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের দপ্তরের কাছে এসে শেষ হয় এবং সেখানে তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

পরবর্তীতে তাদের একটি প্রতিনিধি দল চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত আকারে তাদের দাবি পত্র তুলে ধরেন।

এবিষয়ে সংগঠনের জেলা সম্পাদক মদন মুর্মু বলেন, 'আমাদের সংগঠনের জেলা শাখার পক্ষ থেকে চেয়ারম্যানের নিকট ডেপুটেশন দেবার জন্য এসেছি। আমরা আশা করেছিলাম চেয়ারম্যান আদিবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠন চালু করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাই আমরা তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি। পাশাপাশি প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাঁওতালি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানিয়েছি।'

বারুইপুর হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স মিলছে না রাতে, সমস্যায় রোগীরা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: সরকারি হাসপাতালে রাতে এম্বুলেন্স পরিষেবা না থাকার অভিযোগ উঠলো রোগী পরিবারের পক্ষ থেকে।বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে রাতে বেসরকারি এম্বুলেন্স থাকলেও চালকদের খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে জরুরি ভিত্তিতে অন্য হাসপাতালে রোগী নিয়ে যেতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগীর আত্মীয়দের। এই নিয়ে হাসপাতালের সুপারের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন রোগীর পরিজনরা।এ ব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডঃ ধীরাজ রায় বলেন, আমরা এই ব্যাপারে এম্বুলেন্স চালকদের সঙ্গে কথা বলেছি।রোগীদের যাতে কোনোভাবে হয়রানি না হয়, তা দেখতে বলা হয়েছে তাঁদের।এই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল বারুইপুর সহ সোনারপুর, বিষ্ণুপুর, মগরাহাট,

জয়নগর, কুলতলি এলাকার বাসিন্দারা। রোজই রোগীদের ভিড়ে হিমশিম খেতে হয় এখানকার চিকিৎসকদের। হাসপাতালের একেবারে পিছনে বেসরকারি এম্বুলেন্স রাখার জায়গা। সেখানে ১৫টির মতো এম্বুলেন্স থাকার কথা ঠিক করে দিয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, রাত ১০টা পেরিয়ে গেলে এম্বুলেন্স থাকে ওই জায়গায়। তবে এম্বুলেন্স থাকলে ও চালকের সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে চিকিৎসক কোনও রোগীকে অন্য কোনওহাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার যাও কথা লিখে দিলেও পাওয়া যায় না এম্বুলেন্স।তবে এব্যাপারে কোনো এম্বুলেন্স চালক মতামত দিতে চায়নি।

সালারের স্কুলে পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা নিয়ে প্রশ্ন

সাবের আলি ● সালার

আপনজন: সালার থানার টিয়া শান্তি সুধা দাস বিদ্যা মন্দিরে ১৫ জন পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা গেল কোথায় ? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। রাজ্য সরকারের তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পকে রীতিমতো 'দুঃস্বপ্নে' পরিণত করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা শিক্ষাদপ্তর। সালারের টেয়া এসএসডি বিদ্যামন্দিরের ১৫ জন পড়ুয়ার ট্যাব কেনার টাকা চলে গিয়েছে অন্য অ্যাকাউন্টে। জেলার এমন বহু পড়ুয়া ট্যাবের টাকা না পেয়ে রীতিমতো শিক্ষা দপ্তরকে দুষছে। পড়ুয়ারা টাকা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে সালারের স্কুল কর্তৃপক্ষ। জেলার ৪৮৪১জন পড়ুয়ার

অ্যাকাউন্টে দু'বার টাকা পাঠিয়েছে শিক্ষাদপ্তর। সেই টাকা ফেরত চেয়ে ব্যাঙ্কের কাছে চিঠি দিয়েছেন বিদ্যালয় পরিদর্শক (সেকেন্ডারি) অমরকুমার শীল। জানা গিয়েছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রছাত্রীদের দু'বার করে ট্যাবের টাকা পাঠানো হয়েছে। যার ফলে চার কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা বাড়তি দেওয়া হয়েছে বলেই অভিযোগ। এই টাকা আদৌ উদ্ধার হবে কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

প্রথম নজর

চিনে পথচারীদের ওপর চালিয়ে দেওয়া হল গাড়ি, নিহত কমপক্ষে ৩৫

আপনজন ডেস্ক: চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ গুয়াংডংয়ের ঝুহাই শহরে পথচারীদের ওপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় অন্তত ৩৫ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৪৩ জন। চীনা পুলিশের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, সোমবার (১১ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যার দিকে পথচারীদের ওপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ঝুহাই স্পোর্টস সেন্টারে ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেখানে শরীর চর্চা করার সময় লোকজনের ওপর এক ব্যক্তি গাড়ি চালিয়ে দিয়েছেন। এতে ৩৫ জন নিহত ও ৪৩ জন আহত হয়েছেন।'
পুলিশ বলছে, ফ্যান নামের ৬২ বছর বয়সী এক ব্যক্তি তার ছোট এসইউভি গাড়ি পথচারীদের ওপর চালিয়ে দেন। ঝুহাই স্পোর্টস সেন্টারের সামনে প্রতিবন্ধকতা গুঁড়িয়ে দিয়ে পথচারীদের ওপর গাড়ি চালিয়ে দেন তিনি। এ সময় গাড়ির নিচে চাপা পড়েন বেসামরিক লোকজন।
হামলার পর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টার সময় গাড়ির চালক ফ্যানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হামলার সময় গুরুতর আহত হয়েছেন ফ্যান। বর্তমানে তিনি কোমায় রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে বিবাহবিচ্ছেদের পর স্ত্রীর সাথে সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে সৃষ্ট অসন্তোষ থেকে লোকজনের ওপর ফ্যান গাড়ি চালিয়ে দিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ বলছে, বর্তমানে কোমায় থাকায় গাড়ির চালক ফ্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের শেয়ার করা এই ঘটনার বেশিরভাগ ভিডিও চীনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। তবে কিছু ফুটেজ এখনও অনলাইনে রয়েছে। এতে দেখা যায়, হামলার স্থলে অনেক মানুষ মাটিতে পড়ে আছেন। স্থানীয় প্যারামেডিকস ও পথচারীরা সেখানে তাদের সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।
চেন নামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী চীনা সংবাদমাধ্যম কাইক্সিনকে বলেছেন, হামলার সময় সেখানে কমপক্ষে ছয়টি দল হাঁটার জন্য স্টেডিয়ামে জড়ো হয়েছিল। সেখানে রাস্তার পাশ ঘেঁষে প্রত্যেক দিনই শরীর চর্চা করেন তারা।

সাইবেরিয়ার রহস্যময় গর্ত,বিজ্ঞানীরা বলছে জলবায়ু পরিবর্তনে এটি ঘটছে

আপনজন ডেস্ক: সাইবেরিয়ার উত্তরাঞ্চলের ইউমাল উপদ্বীপের পারমাফ্রস্টে এক দশক আগে প্রথম রহস্যজনক গর্তের উদ্ভব হয়েছিল।এই গর্তটি কয়েকশ ফুট প্রশস্ত ছিল এবং গভীরে একটি অন্ধকার গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল। গর্তটি এমনভাবে বিস্ফোরিত হয়েছিল যে এটি পরিবেশে বিশাল মাটি এবং বরফের টুকরো ছড়িয়ে দেয়। ২০১৪ সাল থেকে ২০টিরও বেশি এমন বিস্ফোরক গর্ত দেখা গেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে সাম্প্রতিকটি গত আগস্টে আবিষ্কৃত হয়েছিল।
বিস্ফোরিত গর্তগুলো বিজ্ঞানীদের জন্য এক রহস্য ছিল এবং তারা বছরের পর বছর ধরে এর কারণ অনুসন্ধান করেছে। অনেক তত্ত্ব-উপাত্ত্ব উঠে এসেছে,যার মধ্যে ছিল রোমাঞ্চকর বিষয়-
যেমন,উল্কাপিণ্ডের আক্রমণ বা এলিয়েনদের উপস্থিতি।তবে,এখন নতুন গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এই বিস্ফোরণের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। গবেষকরা বলেছেন যে এই বিস্ফোরণগুলি মূলত মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন এবং সাইবেরিয়ার বিশেষ ভূতাত্ত্বিক গঠন থেকে উদ্ভূত। সাইবেরিয়ার এই অংশে গর্তগুলি সৃষ্টির জন্য মিথেন গ্যাস জমে থাকে এবং ভূগর্ভস্থ চাপের কারণে মাটি ও বরফের মধ্যে ফাটল দেখা দেয় এবং বিস্ফোরণের কারণ হয়। গবেষকরা বলছেন,এই গর্তগুলো তখনই তৈরি হয় যখন মাটির নিচে থাকা গ্যাসের চাপ অতিরিক্ত হয়ে ওঠে এবং মাটির উপরের স্তরকে ভেদ করে বিস্ফোরণ ঘটায়। এখন বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে,সাইবেরিয়ার এই বিশেষ অঞ্চলটির ভূতাত্ত্বিক গঠন এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার কারণে মিথেনের চুল্লির নিচে জমে থাকা পানি এবং গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পায়, যা এক সময় বিস্ফোরণের কারণ হয়।এই প্রক্রিয়াটি বহু বছর ধরে চলতে থাকে এবং এটি এক ধরনের সময়কাল হতে পারে যেটি ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভূগর্ভস্থ অস্থিরতার সাথে সম্পর্কিত। তবে,এই গবেষণার বিষয়ে অনেক বিজ্ঞানী একমত নন। মস্কোর স্কলকোভো ইনস্টিটিউটের গবেষক ইভজেনি চুভিলিন বলেন, যদিও এই গবেষণার তত্ত্বটি নতুন,তবুও এটি সাইবেরিয়ার ভূতাত্ত্বিক গঠনের সাথে পুরোপুরি মেলে না।

আমস্টারডামে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে শত শত মানুষ

আপনজন ডেস্ক: নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ করেছেন শত শত মানুষ। ইসরায়েলি ফুটবল সমর্থকদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের রেশ ধরে গত শুক্রবার আমস্টারডামে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন নগরের মেয়র ফেমকে হালসেমা। তবে স্থানীয় সময় গত রবিবার সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গাজায় গণহত্যা বন্ধ ও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার দাবিতে নগরের ড্যাম স্কয়ারে জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। ড্যাম স্কয়ারের শান্তিপূর্ণ জমায়েত থেকে শতাধিক আন্দোলনকারীকে আটক করেছে আমস্টারডাম পুলিশ।
এর আগে ইসরায়েলি সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ প্রসঙ্গে আমস্টারডামের পুলিশপ্রধান পিটার হোল্লা জানান, বৃহস্পতিবার স্থানীয় ক্লাব আয়াক্সের বিপক্ষে ইউরোপা লিগের ম্যাচের আগে ইসরায়েলি দল মাক্কাবি তেল আবিবের সমর্থকরা আমস্টারডামে ভাঙচুর চালিয়েছে বলে তাদের তদন্তে উঠে এসেছে। তারা ড্যাম স্কয়ারে ফিলিস্তিনি পতাকা পুড়িয়েছে এবং একটি ট্যাক্সি ভাঙচুর করেছে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে মাক্কাবি সমর্থকদের ম্যাচ চলাকালে গণহত্যার পক্ষে এবং আরববিরোধী স্লোগান দিতে দেখা যায়। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে স্পেনের বন্যাদুর্গতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের সময়ও তাদের বাঁশি বাজাতে এবং স্লোগান দিতে দেখা যায়।
ধারণা করা হচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পরই ম্যাচ শেষে স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে ইসরায়েলি সমর্থকদের। এই সংঘর্ষে জড়িত থাকা সন্দেহে ৬০ জনের বেশি স্থানীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে আমস্টারডাম পুলিশ।
এদিকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা ও লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছেই। লেবাননের বিভিন্ন জায়গায় গত রবিবার ইসরায়েলের চালানো বিভিন্ন হামলায় কমপক্ষে ৩৮ জন নিহত হয়েছে। গত রবিবার গাজাজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৪০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।
অন্যদিকে গতকাল রিয়াদে অনুষ্ঠিত আরব লীগ ও ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) যৌথ শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে। ইসরায়েলের হামলায় ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তার সুরাহা করতেই এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে। সম্মেলনে দেওয়া ভাষণে গাজায় ইসরায়েলের অভিযানের নিন্দা জানিয়েছেন সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান।

সৌদি যুবরাজের হুঁশিয়ারিতে কি থামবে ইসরায়েল?

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান গাজায় ইসরায়েলের সংগঠিত গণহত্যার নিন্দা জানিয়েছেন। মুসলিম ও আরব বিশ্বের নেতাদের বিশেষ সম্মেলনে এই নিন্দা জানান তিনি। লেবানন ও ইরানে চালানো ইসরায়েলি হামলারও নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। যদিও এই হুঁশিয়ারির বিষয়ে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি ইসরায়েল। তবে ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালানোর বিষয়টি বারবার অস্বীকার করে আসছে। দিনে দিনে ইরানের সাথেও সৌদি আরবের সম্পর্ক উন্নয়ন হচ্ছে। ইরানে ইসরায়েল হামলা চালালে তার ফল ভালো হবে না এমন হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন সৌদি যুবরাজ।
এই সম্মেলনে গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে ইসরায়েলি সেনাদের পুরোপুরিভাবে প্রত্যাহারের আহ্বানও জানিয়েছেন যুবরাজ। এদিকে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, গাজার যুদ্ধ বন্ধ করতে না পারা বিশ্ব সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা। তিনি ওই অঞ্চলে অনাহার ও দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতির জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছেন।
প্রিন্স ফয়সল বিন ফারহান আল সৌদ বলেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে সংঘাত বন্ধ করতে ইসরায়েলকে বাধ্য করতে বিশ্ব সম্প্রদায় ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলিম ও আরব বিশ্ব নানা সময়ে ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেও এ বিষয়ে তেল আবিব বরাবরই উদাসীন। দেশটি মার্কিন ও পশ্চিমা মদদে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যুদ্ধের বিস্তার ঘটিয়েছে। সম্প্রতি লেবাননে হামলা চালিয়ে সেই উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে ইসরায়েল। সেই সাথে সিরিয়াতে ইসরায়েলি হামলা চলছে।

লাহোরে ভয়াবহ বায়ুদূষণে হাসপাতালে ভর্তি ৯০০

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের লাহোরে বায়ুদূষণ ভয়াবহ রুপ নিয়েছে। এতে অসুস্থ হয়ে প্রায় ৯০০ জন হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। দেশটির সংবাদমাধ্যম ডনের প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। শহরটির বায়ুদূষণ পরিস্থিতি এতটাই চরম হয়েছে যে, রাস্তায় বের হলে চোখে জ্বালাপোড়া ও গলা জ্বলছে। দরজা-জানালা দিয়ে প্রবেশ করা বিষাক্ত কণার ক্ষতির পরিমাণ কমাতে বাড়িতে খুব কম লোকই এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছেন। দূষণ থেকে শিশুদের সুরক্ষা দিতে লাহোরের পাশাপাশি পাঞ্জাব প্রদেশের আরও কয়েকটি শহরে সব স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। আগামী ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত স্কুল বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ভারত সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লাহোরে প্রায় দেড় কোটি মানুষের বাস। বিভিন্ন কলকারখানা থাকায় শহরটি প্রায়ই দূষণ তালিকায় শুরুর দিকে থাকে। তবে চলতি নভেম্বরে সেখানকার বায়ুদূষণ রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে। বায়ুদূষণের পরিস্থিতি নিয়মিত তুলে ধরে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়। আইকিউএয়ারের তথ্য অনুযায়ী, বায়ুর মান সূচকে লাহোরের স্কোর ১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার শহরটির সবশেষ স্কোর ছিল ৯১০।

গাজায় হত্যার বিরোধিতা করায় ইসরায়েলি সাংসদ ৬ মাস নিষিদ্ধ হলেন

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে কথা বলায় ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে ৬ মাসের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন সেখানকার আইনপ্রণেতা ওফের ক্যাসিফ।
বামপন্থী এই আইনপ্রণেতার ওপর নেসেট এথিক্স কমিটি 'ভোট দেওয়া ব্যতীত সম্পূর্ণ সংসদীয় নিষেধাজ্ঞা' আরোপ করেছে। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
ওফের ক্যাসিফ ইসরায়েলের কমিউনিস্টপন্থী দল হাদাশ পার্টির নেতা। এই দলটি নেসেটের অন্যতম বিরোধী দল আরব তায়াল পার্টির নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক। আরব তায়াল পার্টিও বামঘেঁষা রাজনৈতিক দল।
সোমবার (১১ নভেম্বর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে ওফের ক্যাসিফ বলেন, নেসেট এথিক্স কমিটি গাজা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মন্তব্য করার জন্য তাকে ছয় মাসের জন্য ভোট দেওয়া ব্যতীত সম্পূর্ণ সংসদীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরেও তাকে চুপ রাখা যাবে না।
বামপন্থী এই আইনপ্রণেতা বলেন, আমি গাজার যুদ্ধাপরাধ, দুর্ভিক্ষ এবং হত্যার বিষয়ে কখনই নীরব থাকব না।
পোস্টে তিনি দাবি করেন, ইসরায়েলের তথাকথিত গণতন্ত্রের অবস্থা এমন যে, যারা গণহত্যার সমর্থনে স্লোগান দেয় এবং নিরপরাধদের হত্যা উদযাপন করে তাদের বীর হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে যারা ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য লড়াই করে তারা 'বিশ্বাসঘাতক' হিসাবে নির্যাতিত হয়। ওফের ক্যাসিফ বলেন, আমি তাদের মধ্যে থাকতে পেরে গর্বিত, যারা এই রক্তাক্ত দুষ্ট সরকারের হাতে নির্যাতিত হয়েছে এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনের জন্য, ন্যায্য শান্তির জন্য এবং জঘন্য দখলদারিত্বের অবসানের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।
বামপন্থী এই আইনপ্রণেতা দীর্ঘদিন থেকেই বলে আসছেন যে, তিনি গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান এবং প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা-উভয়েরই বিরুদ্ধে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিরাপত্তায় নতুন প্রহরী: রোবট কুকুর!

আপনজন ডেস্ক: নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই সময়ে তার ফ্লোরিডার বাসভবন মার-এ-লাগো-তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। আর এই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এবার যোগ হয়েছে Boston Dynamics-এর অত্যাধুনিক রোবট কুকুর 'Spot'। আমেরিকার United States Secret Service (USSS)-এর বিশেষ টিম Technical Security Division (TSD) এই রোবট কুকুরটিকে তত্ত্বাবধানে রেখেছে। এর গায়ে বড় করে লেখা "USSS TSD" আর "DO NOT PET" যা দেখে স্পষ্ট যে এটি কোনো সাধারণ কুকুর নয়, বরং একটি প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা বাহিনী। Technical Security Division বা TSD মূলত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অডিও ও ভিডিও নজরদারি, কাউন্টার-সার্ভিলেন্স এবং এখন Spot-এর মতো রোবট ব্যবহারের মাধ্যমে সুরক্ষার মান বাড়ানো। Spot এই টিমকে এমন সব জায়গায় নজরদারি করতে সহায়তা করে যেখানে সাধারণ মানুষের পৌঁছানো কঠিন। এতে রয়েছে উচ্চ-মানের ক্যামেরা, নাইট ভিশন ও বিভিন্ন সেন্সর যা তৎক্ষণাৎ বিপদ শনাক্ত করতে পারে। Boston Dynamics-এর উদ্ভাবিত Spot কুকুরটি ইতোমধ্যেই অনেক সংস্থার নজর কেড়েছে। এই রোবট কুকুরটি নানা ধরনের বাঁধা পেরিয়ে চলতে পারে এবং বিপদজনক পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এর আগেও NYPD এবং FDNY-এর মতো সংস্থায় এটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখন মার-এ-লাগো-তে Spot-এর উপস্থিতি শুধু নিরাপত্তা বাড়াচ্ছে না, বরং অনুপ্রবেশকারীদের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তাও পৌঁছে দিচ্ছে। ট্রাম্পের সাম্প্রতিক নির্বাচনী জয়ের পর তার নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে। Secret Service এবার কোস্ট গার্ড, ড্রোন ও রোবট কুকুর Spot-এর মতো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মার-এ-লাগো-তে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পার্লামেন্টে ক্ষমা চাইলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: রাষ্ট্র বা গির্জার কাছে সহায়তা চাইতে গিয়ে হেনস্তা আর অত্যাচারের শিকার হওয়া লাখো মানুষের কাছে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সন। সংবাদমাধ্যম এএফপির তথ্যানুযায়ী,
নিউজিল্যান্ডে সরকারি এবং চার্চের আশ্রয়শিবিরে অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে গত ৭০ বছর ধরে। তদন্ত কমিশনের এমন রিপোর্টের ভিত্তিতে ক্ষমা চেয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুকসন।
মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টের গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। যাদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করেছেন, আশ্রয়হীন হয়ে অথবা মানসিক সহায়তার প্রয়োজনে রাষ্ট্র বা চার্চের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে তারা হেনস্থার শিকার হয়েছেন। তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের সরকার এই অভিযোগ নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেছিল। কমিশনের রিপোর্টে ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে। বলা হয়েছে, প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন অত্যাচার বা হেনস্থার শিকার হয়েছেন।
এরপরেই পার্লামেন্টে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুকসন নিজের এবং সাবেক সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেন, এমন ঘটনা যাতে আর কখনো না ঘটে, সে দিকে নজর দেওয়া হবে। যে ঘটনা ঘটেছে, তার তদন্ত হবে। কমিশন জানিয়েছে, ১৯৫০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অন্তত ৬ লাখ ৫০ হাজার মানুষ অত্যাচার এবং হেনস্থার শিকার হয়েছেন।
নির্যাতনের শিকার হওয়াদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। বহু শিশু মানসিক, শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কিন্তু চার্চ কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এসব নির্যাতন হওয়ার কারণে তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগ জানাতে পারেনি। কমিশনের রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বহু শিশুকে বিনা কারণে তাদের মায়েদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। জোর করে অন্য কোথাও দত্তক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। বহু নারী জানিয়েছেন, তাদের ইলেকট্রিক শকের মাধ্যমে নির্যাতন করা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, মূলত বর্ণবাদের কারণেই এই অত্যাচার চালানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের মাওরি জনগোষ্ঠীর মানুষ। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কমিশনের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৯মি.

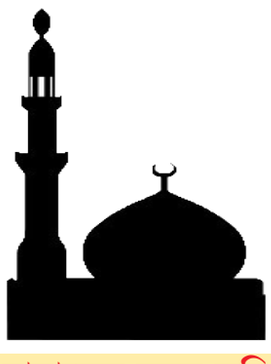

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৫	৫.৪৮
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৯	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

সিরিয়ায় ৯ লক্ষ্যবস্তুতে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা

আপনজন ডেস্ক: গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়ার দুটি স্থানে মোট ৯টি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। হামলার এই লক্ষ্যবস্তুগুলো ইরানি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানায়। মার্কিন কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, এই আক্রমণটি গত ২৪ ঘণ্টায় সিরিয়ায় মার্কিন নাগরিকদের ওপর চালানো একাধিক হামলার জবাবে করা হয়েছে।

ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক না করার আহ্বান ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্টের

আপনজন ডেস্ক: মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক না করার আহ্বান জানিয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। সোমবার (১১ নভেম্বর) সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ওআইসি ও আরব লীগ আয়োজিত শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্যকালে এই আহ্বান জানান তিনি। ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট বলেন, গাজায় আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরাইল। তারা ফিলিস্তিনিদেরকে গণহারে হত্যা করছে। টার্গেট করছে জাতিসঙ্ঘের ফিলিস্তিনবিষয়ক ত্রাণসংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ কর্মীদেরকেও। সেজন্য তাদের সাথে সম্পর্ককে পুনঃমূল্যায়ন করুন। একইসাথে দখলদারদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা থেকেও বিরত থাকুন। জাতিসঙ্ঘের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মাহমুদ আব্বাস বলেন, ইসরাইল আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদকে অমান্য করছে। তারা যদি আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না-ই হতে পারে, তাহলে জাতিসঙ্ঘ থেকে তাদের সদস্যপদ স্থগিত করুন।
মুসলিম নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এ যুদ্ধে ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

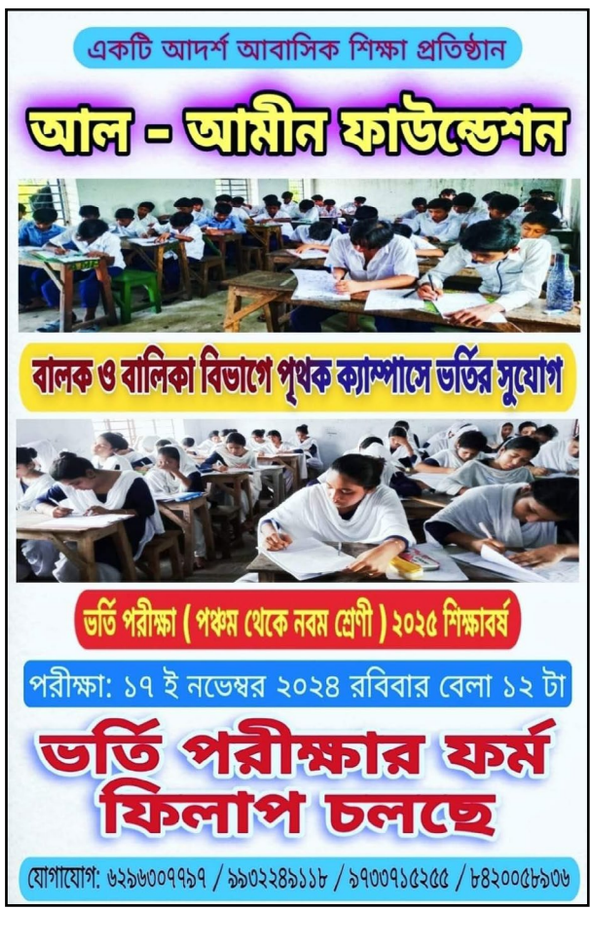

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩০৬ সংখ্যা, ২৮ কার্তিক ১৪৩১, ১০ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

যেমন নেতা, তেমন জনগণ

ফরাসি দার্শনিক, লেখক, আইনজীবী ও কূটনীতিবিদ জোসেফ দ্য মায়েস্তর (১৭৫৩-১৮২১) ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) অন্যতম সাক্ষী। তাহার একটি উক্তি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে বিশ্বব্যাপী। তিনি বলিয়াছেন, 'ইন আ ডেমোক্রেসি পিপল গেট দ্য লিডারস দে ডিজার্ভ'। ইহার সহজ অর্থ দাঁড়ায়–যেমন জনগণ, তেমন তাহাদের নেতা। এই কথা বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের জন্য খুবই প্রযোজ্য ও তাৎপর্যময়।

এই সকল দেশে চোর-বাটপাড়, বদমাইশ, দুর্নীতিবাজ, এমনকি দাগি অপরাধীরা পর্যন্ত অনেক সময় নেতা হইয়া যান। ইহা কি ভাবা যায়? ইহা কতটা দুঃখ ও লজ্জাজনক, তাহা বলিয়া শেষ করা যাইবে না। কেন এমন ঘটনা ঘটে? কেননা আমরা দেখিতে পাই, এই সকল দেশে নেতা হইয়া যাইবার পর সাত খুন মাফ হইয়া যায়। ক্ষমতায় থাকিতে তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। সুশিক্ষা, আইনের শাসন, সুশাসন, মানবাধিকার, জবাবদিহিতা ইত্যাদির বালাই নাই বলিয়া যাহারা নেতা হইবার অযোগ্য, তাহারাও নেতা হইয়া যান। এই সকল দেশের সমাজব্যবস্থার মূলেই রহিয়াছে ত্রুটিবিচ্যুতি। চিন্তাভাবনায় রহিয়াছে বৈকল্য।

যে সমাজে দুর্নীতিবাজদের কদর মেলে, সেই সমাজের নেতারা দুর্নীতিবাজ হইবেন না কেন? চোখের সম্মুখে ও দিনে-দুপুরে পুকুর চুরি হইতে দেখিয়াও যাহারা প্রতিবাদমুখর হন না, তাহারা সেই দেশে ভালো নেতার জন্ম হইবার আশা করেন কীভাবে? ইহা ছাড়া যেই সকল দেশের জনগণ নিজেদের ট্যাক্সপেয়ার না ভাবিয়া প্রজা ভাবেন, সেইখানে স্বৈরাচারী ও রাজাসুলভ নেতার জন্ম হইবে, ইহাই কি স্বাভাবিক নহে? তাহারা এমনকি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে নিজেদের মনে করিতে পারেন না। ইহার রক্ষণাবেক্ষণে যেমন উদাসীন, তেমনি রক্ষক নামক ভক্ষকদের পাকড়াও করিবার ব্যাপারে ভীরু ও দ্বিধাচিত্ত। এই জন্য ক্ষমতা হইতে অপসারণের পরপরই এই সকল দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে একের পর এক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠিতে থাকে। কিন্তু নূতন করিয়া যাহারা ক্ষমতায় আসেন, তাহারা আগের চাইতে কয়েক গুণ বেশি উত্সাহ ও উত্সবে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হন। জনগণ তখন অনন্যোপায় হইয়া আবার আগের নেতাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। কিছুদিন না যাইতেই দেখা যায়, দুর্নীতির মামলা হইতে তাহারা বেকসুর খালাস পাইতে থাকেন। এই সকল দেশে সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কেন শক্তিশালী হইতে পারে না, তাহার মূলেও রহিয়াছে ঐ উপরিউক্ত প্রবাদ বাক্য। এমন পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করেন, যেই দেশে যেই নিয়ম তাহা মানিয়া চলাই বাঞ্ছনীয়। দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্যেই অনেকে অ্যাডজাস্ট করিয়া বসবাস করিতে চান। এইভাবে এই সকল দেশের ভাগ্য কখনো পরিবর্তন হয় না। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতিতে মৌলিক গলদ থাকায় সাময়িক সময়ের জন্য উন্নতি হইলেও সেই সকল দেশের মানুষ আবার গ্যাড়াকলে নিপতিত হন। সংঘাত, সংঘর্ষ, অনৈক্য ইত্যাদি তাহাদের ললাট লিখনে পরিণত হয়। এই সকল দেশের জনগণ মনেপ্রাণে ইচ্ছা না করিলে এবং শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার স্তরে উন্নত না হওয়া পর্যন্ত কোনো মৌলিক পরিবর্তনই সম্ভব নহে। রাজনৈতিক সচেতনতার প্রধান স্তম্ভ হইল ভোটাধিকারকে পবিত্র আমানত হিসাবে বিবেচনা করা এবং অর্থকড়িসহ কোনো কিছুতেই প্রভাবান্বিত না হওয়া বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেওয়া। তবে কখনো কখনো উপরিউক্ত প্রবাদ বাক্যটিকে ঘুরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যদি সেই সকল দেশের জনগণ সৌভাগ্যক্রমে কোনো ক্যারিশম্যাটিক ও দেশপ্রেমিক নেতার সন্ধান পাইয়া যান। তখন ঐ বাক্যটি দাঁড়াইবে: লিডারস গেট দ্য পিপল দে ডিজার্ভ। অর্থাৎ যেমন নেতা, তেমন তাহার জনগণ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সেই স্বপ্নচারী ও দেশপ্রেমিক নেতার বিকাশ লাভের কি কোনো পরিবেশ অবশিষ্ট রহিয়াছে?

কর্মসংস্থানে সমাজ মাধ্যমের ভবিষ্যৎ ও তার প্রভাব

বর্তমানে সামাজিক মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যার মধ্যে নিযুক্ত বহু মানুষের কর্মকান্ড। যেখানে নিযুক্ত অসংখ্য মানুষ ও কোটি কোটি মানুষের আমোদ ফুর্তি করার মাধ্যম। এছাড়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করছে এবং পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমের সুযোগে মানুষের জীবনে বহু জিনিস অত্যন্ত সহজলভ্যে পরিণত হয়েছে। তাই সামাজিক মাধ্যমের অপব্যবহার কমিয়ে ভালো কাজে ব্যবহার করতে হবে। তবেই মানুষের জীবনে সমাজ মাধ্যম আশীর্বাদ হিসেবে বর্ষিত হবে। লিখেছেন **ড. মুহাম্মদ ইসমাইল...**

সাহিত্য নয়, সমাজমাধ্যমই বর্তমান সমাজের আয়না। আজকাল সকাল থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সবকিছু সমাজ মাধ্যমে আপডেট দেওয়া অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যুবক-যুবতী থেকে বৃদ্ধ -বৃদ্ধা। শুধু তাই নয়, মানুষ আজকাল ব্যক্তিগত বহু জিনিসও সমাজ মাধ্যমে শেয়ার করছেন কোন ভাবনা চিন্তা না করে। আমার বউ, আমার ছেলে, আমার মেয়ে থেকে নানা ছবি ও কার্যকলাপ শেয়ার করছেন। তার ফলে ঘরের বউ, ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে সকলেই পরিচিত পাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে। যদিও তারা পাড়া প্রতিবেশী থেকে নিজের বাবা-মা, ভাই-বোনদের মাসে একবার খবর রাখে না। অথচ প্রতিদিন সকাল ও বিকালে সমাজ মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করে কেমন আছো বন্ধুরা। উৎসব, জন্মদিন, পূজা-পার্বণ এর মত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন নয় তারাই আজকাল আমন্ত্রিত ও বন্ধু-বান্ধবদের তালিকায়। শুধু তাই নয়, দুবেলা দুমুঠো বৃদ্ধ বাবা ও মাকে যারা খেতে দিতে পারে না তারাই আবার বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে নানা রকমারি খাবারের ছবি রান্না করে নানা মাধ্যমে শেয়ার করেন। শুধু তাই নয়, পড়াশোনা থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সম্পাদন হয় যার ফলে হাজার হাজার বেকার যুবক-যুবতী কাজের সন্ধানে পেয়েছেন। সামাজিক মাধ্যম মানে নানা রকমারি বিজ্ঞাপন ও নিজেকে মেলে ধরার খুব গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। শুধু তাই নয়, মতামত প্রকাশ ও যেমন খুশি তেমন সাজো অর্থাৎ আমরা সকলেই রাজারানী সামাজিক মাধ্যমের সুবাদে।

তারপরে একদিকে যেমন অসংখ্য গ্রাম বাংলার ছেলে মেয়েরা জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন তাদের নিজস্ব প্রতিভা উপস্থাপন করে। তেমনি ভাবে বহু ছেলে মেয়ে নানা পেজ ও চ্যানেল খুলে নিজের নিজস্বতা প্রচার ও প্রসার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে। সামাজিক মাধ্যম সকলের জীবনে নতুন একমাত্রা যোগ করেছে এবং সকলেই যেন গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করছে। যেখানে মানুষ তাদের আঞ্চলিক ভাষাভাষী, রেওয়াজ, রীতিনীতি, আচার আচরণ, সংস্কৃতি, নাচ-গানের অনুষ্ঠান ও বক্তব্য তুলে ধরে জনপ্রিয় সিনেমা জগতের নায়ক নায়িকাদের টক্কর দিচ্ছেন। বহু সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের ফ্যান ও অনুগামীর সংখ্যা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সমাজকর্মী, নায়ক-নায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের থেকেও বেশি। সামাজিক মাধ্যমের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে মানুষের নিজস্বতা, রুচিবোধ, পারিবারিক মর্যাদা, বংশ ক্রম থেকে শুরু করে বহু জিনিস পরিবর্তন হয়েছে। পর্দার আড়ালে অবলা নারী, স্বতী- সাবিত্রীরা তাদের মত করে উপঢোকন সাজিয়ে সমাজ মাধ্যমে হাজির হয়েছে। তেমনই ভাবে বহু নারী নিজেদের রূপ, সৌন্দর্য, যৌবনকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন পোস্ট, অঙ্গভঙ্গির বক্তব্য, মন্তব্য ও কথাবার্তার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোরঞ্জনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, একদিকে নারী সমাজের একাংশ যেখানে যৌনতার লালশা দেখিয়ে অনুগামীদের আকৃষ্ট করছেন তেমনইভাবে অন্যদিকে নারী সমাজ তাদের দক্ষতা, ভদ্রতা, কৌশল নানা প্রশিক্ষক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে পুরুষেরা কিছুটা হলেও নারীদের থেকে সমাজ মাধ্যমে পিছিয়ে। বিভিন্ন সংস্থা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি অফিস, আদালত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সকলেই সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের মতো অ্যাকাউন্ট খুলে কার্যক্রম প্রচার করছেন। বিবাহ, বিচ্ছেদ, জমি ক্রয়- বিক্রয় থেকে শুরু করে সবকিছু কেনাবেচা চলছে নানা সামাজিক মাধ্যমে। বাজার ঘাট থেকে শুরু করে কেনাকাটা সবটাই আজ বাড়িতে বসে অনলাইনে ও ও অফলাইনে সম্পাদন হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে। নারী পুরুষ তার পছন্দমত সঙ্গিনী খোজা থেকে বন্ধুত্ব স্থাপন করার জন্য নানা বিশ্বাসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। যেখানে নিশ্চিত ভবিষ্যতের ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছেন ও পছন্দমত সঙ্গিনী পেয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন।

আজকাল আর প্রয়োজন হয় না কোন কিছু জানতে কারো উপর নির্ভর করতে। সামাজিক মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করলে লক্ষ লক্ষ পোস্ট ও ভিডিও থেকে শুরু করে নানা উপকরণ। সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের পার্থক্য অনেক কমেছে। শুধু তাই নয়, মানুষ শিক্ষিত হওয়ার পরও যে তার রুচি ও মানের উন্নয়ন হয় না তা ধরা পড়েছে সামাজিক মাধ্যমের কারণে। সামাজিক মাধ্যমের কারণে, ঘরে খাবারে টান পড়লেও সকলের কাছে দামি তথ্যচিত্র দেখার আয়োজন। মানুষ বর্তমানে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করতে গিয়ে নিজেরা সামাজিক মাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে। তার ফলে দেশ ও পৃথিবীজুড়ে নানা অপরাধ, দুর্নীতি ও জঘন্য কাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধ ও ছোট ছোট থেকে নানা বয়সের মানুষ ল্যাংটা ছবি ও কুরুচিকর বিজ্ঞাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট শিশুরা নানা সামাজিক মাধ্যমে পাওয়ার নানা অসামাজিক কাজকর্ম দেখে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ছেন। তাদের আচার-ব্যবহার ও প্রাপ্ত-বয়স্কদের মতো চলাফেরার চালচলন তৈরি হচ্ছে। একটা রক্ষণশীল সমাজের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক। এছাড়া সামাজিক মাধ্যমে নানা অভিনয়, কার্যক্রম দেখে আজকের জেনারেশন নানাভাবে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ছেন ও ভালো-মন্দের তেমনভাবে পার্থক্য করতে পারছেন না। আজকের দিনে গাড়ি খারাপ হলে অনলাইন সাহায্য, রান্নার স্বাদ ও রকমারি খাবারের সন্ধান থেকে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের সন্ধানের জন্য সামাজিক মাধ্যমের উপর নির্ভর করছেন। প্রয়োজন হয় না গুরুজনদের পরামর্শ থেকে হাতেনাতে শেখানোর। তার ফলে বহু মানুষ কাজ হারাচ্ছেন এবং পাচ্ছেন।সমাজ ব্যবস্থা অনেকটা নির্ভরতা কাটিয়ে তুলে স্বনির্ভরের দিকে এগিয়েছে। এই সামাজিক মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা সরাসরি শিক্ষকদের ছাড়া শিক্ষালাভ করছেন এবং অক্ষর জ্ঞান থেকে শুরু করে নানা ভাষায় কথা বলা। বিভিন্ন ভাষার অর্থ থেকে শুরু করে অনেক কিছু নিজে নিজে বাচ্চারা শিখছেন।

সামাজিক মাধ্যমের সুবাদে বাচ্চারা আজকাল একাধিক ভাষায় কথাবার্তা বলছেন কিন্তু তাদের হয়তো সেইসব ভাষার সাথে কোন সম্পর্ক নেই একদিনের জন্য। বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে মানব জীবনের মেরুদন্ড মনে করছেন এবং এই মেরুদন্ড সোজা রাখতে হলে সামাজিক মাধ্যমের সাথে সম্পর্ক দৃড় থাকতে হবে।

আজকের দিনে বিভিন্ন ধর্মের ধার্মিক তাদের ধর্মের বাণী ও নানা বক্তব্য ধর্মীয় সভা থেকে শুরু করে সারাদিনের ধর্ম, আচরণ-আচার, প্রচার ও প্রসার করছেন বিভিন্ন মাধ্যমে।

পৃথিবীজুড়ে ৫.১৭ বিলিয়ন মানুষ বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছেন, তবে গত নয় বছরে ২.০৭ বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।মানুষ গড়ে ৬.৭টা সামাজিক প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত। বিশ্বব্যাপী ৬৩.৭শতাংশের কাছাকাছি মানুষ সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করে, তবে ১৮ বছরের বেশি দর্শকদের মধ্যে ৮৬.১ শতাংশ। এছাড়া মাথাপিছু একজন মানুষ দৈনিক ২ ঘন্টা ২০মিনিট ব্যয় করেন সামাজিক মাধ্যমে।সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৪৬.৬ শতাংশ মহিলা এবং ৫৩.৪ শতাংশ পুরুষ। এছাড়া বিশ্বব্যাপী ফেসবুক ব্যবহার করেন ৩.০৭ বিলিয়ন, ইউটিউব ব্যবহার করেন ২.৫ বিলিয়ন, হোয়াটসঅ্যাপ 2 বিলিয়ন, ইনস্টাগ্রাম 2 বিলিয়ন, এবং টিকটোক ১.৫৮ বিলিয়ন। এই বিশাল সংখ্যাক মানুষের পরিসেবা ও তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার বহু মানুষের দরকার। শুধু তাই নয়, তাদের চাহিদা পূরনের জন্য নানা প্রশিক্ষিত কর্মচারী থেকে শুরু করে নানা সাধারণ মানুষের দরকার। তার ফলে মানুষ জীবনজীবিকা থেকে শুরু মনোরঞ্জনের জন্য নির্ভর করছে সামাজিক মাধ্যমের ওপর। শুধু বর্তমানে সামাজিক মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যার মধ্যে নিযুক্ত বহু মানুষের কর্মকান্ড। যেখানে নিযুক্ত অসংখ্য মানুষ ও কোটি কোটি মানুষের আমোদ ফুর্তি করার মাধ্যম। এছাড়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করছে এবং পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমের সুযোগে মানুষের জীবনে বহু জিনিস অত্যন্ত সহজলভ্যে পরিণত হয়েছে। তাই সামাজিক মাধ্যমের অপব্যবহার কমিয়ে ভালো কাজে ব্যবহার করতে হবে। তবেই মানুষের জীবনে সমাজ মাধ্যম আশীর্বাদ হিসেবে বর্ষিত হবে।

পৃথিবীজুড়ে ৫.১৭ বিলিয়ন মানুষ বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছেন, তবে গত নয় বছরে ২.০৭ বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।মানুষ গড়ে ৬.৭টা সামাজিক প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত। বিশ্বব্যাপী ৬৩.৭শতাংশের কাছাকাছি মানুষ সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করে, তবে ১৮ বছরের বেশি দর্শকদের মধ্যে ৮৬.১ শতাংশ। এছাড়া মাথাপিছু একজন মানুষ দৈনিক ২ ঘন্টা ২০মিনিট ব্যয় করেন সামাজিক মাধ্যমে।সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৪৬.৬ শতাংশ মহিলা এবং ৫৩.৪ শতাংশ পুরুষ।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ

****** মতামত লেখকের নিজস্ব***

বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট ও মোকাবিলা

পাশারুল আলম

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক ফোরাম হিসেবে পরিচিত "কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিজ" বা COP, বর্তমানে বৈশ্বিক পদক্ষেপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC)-এর আওতায় প্রতিবছর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিশ্বের দেশগুলো একত্রিত হয়ে জলবায়ু কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে। ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সংকটের মুখোমুখি বিশ্বে COP সম্মেলনগুলোর গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।

এদিকে আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ডোল্যান্ড ট্রাম নির্বাচিত হওয়ায় পরিবেশবিদরা চিন্তিত। কেননা, তিনি এই বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নন। যদিও এই সম্মেলন ট্রামপের আসনে বসার পূর্বে অনুষ্ঠিত হবে। তবু ভয় কখন তিনি চুক্তি থেকে বেড়িয়ে যান।

এই বছর, আজারবাইজানকে 29 তম কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস (COP29) এর সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে, যা ১১ থেকে ২২ নভেম্বর বাকুতে অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সহ জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহন ও এই প্রচেষ্টাকে অগ্রসর করতে বিভিন্ন পরিবেশবিদ ব্যবসায়িক নীতি নির্ধারকরা এবং এনজিও নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন।

বর্তমান পরিবেশগত পরিস্থিতি:

জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান চিত্রটা উদ্বেগজনক। বৈশ্বিক তাপমাত্রা ইতোমধ্যে প্রায় ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রাক-শিল্প স্তরের উপরে বেড়েছে, যার প্রধান কারণ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নির্গত গ্রীনহাউস গ্যাস। এই উষ্ণায়ন পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে–চরম আবহাওয়া, যেমন হারিকেন, দাবানল, খরা এবং বন্যার মতো ঘটনাগুলির তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও হিমবাহ গলে যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, এবং বাস্তুতন্ত্র মারাত্মক হুমকির মুখে রয়েছে, যা বহু প্রজাতিকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বায়ু ও জলের গুণমানও ব্যাপক হারে কমছে, যার ফলশ্রুতিতে বায়ু দূষণের কারণে প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ অকাল মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে। বায়ু দূষণের পাশাপাশি বন উজাড়, অপ্রতুল কৃষি পদ্ধতি এবং অন্যান্য অনৈতিক কাজের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপে বিরূপ প্রভাব পড়ছে, যা বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য এবং কার্বন শোষণের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করছে।

পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যৎ সমস্যা:

যদি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানবজাতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। চরম আবহাওয়া পরিস্থিতির আরও তীব্রতা, খাদ্য ও পানির ঘাটতি, বাসস্থান সংকট এবং একাধিক অঞ্চল বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে, যার কারণে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। এই সংকট যে জীব জগতের জন্য এক অঘোষিত যুদ্ধ তা নিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী চিন্তিত। একদিকে পুঁজিবাদের বিস্তার তাদের নির্মিত লক্ষ লক্ষ কল কারখানা অন্য দিকে নানা ধরনের বিষাক্ত অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ। বিশ্বের পরিবেশকে বাসযোগ্য থাকতে দিচ্ছে না। এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুধু পরিবেশগত সংকট নয়, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে। দুর্বল ও উন্নয়নশীল দেশগুলো এই পরিবর্তনের জন্য বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, জীবিকার হ্রাস এবং স্বাস্থ্য সংকটের মুখোমুখি হবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক

উত্তেজনা এবং সংঘর্ষের ঝুঁকি থাকবে, কারণ সম্পদের অভাব বাড়তে থাকবে।

COP সম্মেলন এবং তার সম্ভাব্য সমাধান:

COP সম্মেলনগুলি আন্তর্জাতিক জলবায়ু কর্মের রূপরেখা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। COP21–এর প্যারিস চুক্তি অন্যতম উল্লেখযোগ্য অর্জন, যেখানে বিশ্ব উষ্ণতাকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার এবং আদর্শভাবে ১.৫ ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ করার অঙ্গীকার করা হয়। তবে এসব প্রতিশ্রুতি যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত না হওয়ায় নির্গমনের হার বাড়তে থাকায় বিশ্ব এখনও যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের নেতৃত্ব ভালো ভালো কথা বললেও নিজ নিজ দেশে তা পালন করতে অনীহা দেখা যায় । তাই কমার থেকে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। একদিকে যেমন জলবায়ু দূষিত হচ্ছে তেমনি পরিবেশ ধ্বংস হতে বসেছে।

তাই বর্তমান COP সম্মেলনে আরও সুনির্দিষ্ট ফলাফলের ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে কার্বন নির্গমন হ্রাস, নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়ন বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে দেশগুলো তাদের প্যারিস চুক্তির প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে তাদের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC) পুনর্বিবেচনা করবে এবং আরও শক্তিশালী করবে। এই নিয়ে যদি উন্নত দেশগুলির আগ্রহ না থাকে তাহলে সমুহ বিপদ। তাই এই সম্মেলন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হবে।

চ্যালেঞ্জ সমূহ এবং সম্ভাব্য সমাধান:

COP সম্মেলনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল সব দেশের মধ্যে চুক্তি নিশ্চিত করা। উন্নয়নশীল দেশগুলো, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কম দায়ী কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তারা প্রায়শই আর্থিক সহায়তা এবং প্রযুক্তিগত স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়। উন্নত দেশগুলো প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও এই লক্ষ্য এখনও পুরোপুরি পূরণ হয়নি। বর্তমান COP সম্মেলন আর্থিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

এই চ্যালেঞ্জ গুলির অন্যতম জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসা এবং নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর। কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি প্রসারে সাফল্য অর্জন করেছে, তবে অনেক দেশের জন্য কয়লা, তেল, এবং গ্যাসের উপর নির্ভরতা একটি বড় বাধা। COP সম্মেলন কয়লার ফেজ-আউট টাইমলাইন এবং জীবাশ্ম জ্বালানির জন্য ভর্তুকি হ্রাসের বিষয়ে আলোচনা করার একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করে।

কর্মীদের ভূমিকা এবং আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ:

COP সম্মেলনে গ্রেটা থানবার্গ এবং মেধা পাটকারের মতো আন্তর্জাতিক কর্মীরা জলবায়ু ন্যায়বিচার ও সমতার জন্য লড়াই করছেন। এশিয়া, আফ্রিকা, এবং ল্যাটিন আমেরিকার কর্মীরা তাদের আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ গুলোকে বৈশ্বিক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। তারা উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সহায়তার ওপর জোর দেন। তাদের দাবি, ধনী দেশগুলোর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করার। এই কাজ করতে গেলে এক দিকে যেমন অর্থের প্রায়োজন তেমনি বিভিন্ন দেশের এই বিষয়ে আন্তরিক হওয়া আবশ্যক। রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়ে জনগনকে একদিকে যেমন সচেতন হতে হবে, তেমনি সরাসরি রাষ্ট্রের কাছে নালিশ জানাতে হবে। তা না হলে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

ভারত ও দক্ষিন এশিয়া :

ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলে বায়ু দূষণ, জলের সংকট এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা COP সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। ভারত নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং COP আলোচনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর পাশে দাঁড়াচ্ছে। তবে ভারতেও প্রচুর ছুট দেওয়া হয়। তার ফলে দেশের দিল্লী সহ একাধিক শহর তার পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। গঙ্গা দূষণ নিয়ে বড় বড় কথা ও অর্থ ব্যয় বরাদ্দ শোনা গেলেও বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলে।

তাই পরিশেষে বলা যায়, COP সম্মেলন বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। যদিও বিগত সম্মেলনগুলো কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবে ক্রমবর্ধমান সংকটের মুখে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন। বর্তমান COP সম্মেলনে দেশগুলো উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং যাচাইযোগ্য লক্ষ্যের ওপর জোর দিলে তা স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে। তবে সাফল্য অর্জনের জন্য বৈশ্বিক সহযোগিতা, স্বচ্ছতা, এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা জরুরি। অন্যথায়, ভবিষ্যত প্রজন্মকে একটি কঠিন পরিবেশ এবং হ্রাসকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বসবাস করতে হতে পারে।

প্রথম নজর

টানা পাঁচবার অসম জমিয়তের উপসভাপতি মাওলানা মাহমুদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলচর

আপনজন: একনাগাড়ে পাঁচবার রাজ্যিক জমিয়ত উলামার উপ সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ায় কাছাড় জেলা জমিয়ত উলামার তরফে শেখ মাওলানা মাহমদুল হাসানকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হল।

রবিবার শিলচর ইলোরা হোটেলে বেশ জাঁকজমকভাবে কাছাড় জেলা জমিয়ত উলামার পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলার ৪৭ টি আঞ্চলিকের কমপক্ষে চার শতাদিক প্রদাধিকারী । সকাল ১১ টায় জেলা জমিয়ত উলামার সভাপতি তথা রাজ্যিক জমিয়ত উলামার উপসভাপতি শ্বেখ মাওলানা মাহমদুল হাসান সাহেবের পৌরহিত্য জেলা জমিয়ত উলামার নতুন কমিটির পরিচিতি সভা সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা জমিয়ত উলামার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ বদরুল ইসলাম বড়লস্কর । এদিন পবিত্র ক্বোরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় এবং সমাপ্তি ঘটে উত্তরপূর্ব ভারতের বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ তথা জেলা জমিয়ত উলামার উপদেষ্টা পীর মাওলানা আহমেদ সায়ীদ গোবিন্দপুরীর বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে । পরিচিতি সভার শুরুতেই কাছাড় জেলা জমিয়ত উলামার তরফে অসম রাজ্যিক জমিয়ত উলামার এক নম্বর উপসভাপতি পদে একনাগাড়ে পাঁচবার সর্বসম্মতিক্রমে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে নির্বাচিত হওয়ায় জেলা জমিয়ত উলামার সভাপতি শেখ মাওলানা মাহমদুল হাসানকে রাজকীয়ভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শেখ মাহমদুল হাসানের হাতে দামি মেমোন্টো তুলে দেন জেলা জমিয়তের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তথা শিলচরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হাফিজ তইবুর রাহমান লস্কর । এরপর চারটি আঞ্চলিকের তরফে চারজন আঞ্চলিক সভাপতি বেশ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর জমিয়ত উলামার অবদান ,জমিয়ত দেশ ও জাতির জন্য কী কী কাজ করছে তা তুলে ধরেন জমিয়ত নেতারা। মাঠ থেকে আদালত সর্বক্ষেত্রে যতসব সমস্যার মোকাবিলা করছে জমিয়ত উলামা, তার সংক্ষিপ্ত একটা খতিয়ান তুলে ধরেন জমিয়ত নেতারা। অন্যদিকে উত্তরপূর্ব ভারতের বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ পীর মাওলানা আহমেদ সায়ীদ গোবিন্দপুরী বলেন, শুধু ভারতবর্ষ নয়,বিশ্বের মধ্যে ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগঠন হচ্ছে জমিয়ত উলামা। এছাড়াও উত্তরপূর্ব ভারতের বৃহত্তর ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম বাঁশকান্দি মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস মাওলানা মুফতি আলিম উদ্দিন নিজের বক্তব্যে জমিয়ত উলামার সর্বভারতীয় সভাপতি ও রাজ্যিক সভাপতির কাজের সংক্ষিপ্ত একটা খতিয়ান তুলে ধরেন।

ওয়াকফ বিল একটা মারাত্মক চক্রান্ত, এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে: সিদ্দিকুল্লাহ

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: 'ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা আল্লাহর, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে মারাত্মক চক্রান্ত চলছে, আমাদের সকলকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ এ প্রত্যাহার করতে হবে, ওয়াকফ সম্পত্তির তছরূপ আমরা মানতে পারব না।' উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের খামারআটি 'মাদ্রাসা জাকারিয়া (রহঃ) দারুল কুরআন' থেকে প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪-এর সমস্যার কথা তুলে ধরে এমন ভাষাতেই কড়া সমালোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। সিদ্দিকুল্লাহ জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামার ডাকে আগামী ২৮ শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, দুপুর ১২ টায় কলকাতা ধর্মতলায় একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। কারণ ওয়াকফ আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে টুটি চেপে ধরার কৌশল চলছে।' আমাদের নিজস্ব সত্তা বলে আর কিছুই থাকবে না বলেও মন্তব্য করেন সিদ্দীকুল্লাহ। ওই দিন সমাবেশ থেকে রাজ্য জমিয়তে উলামার প্রতিনিধিরা একদিকে যেমন প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল প্রত্যাহারের দাবী জানাবেন পাশাপাশি আরও কয়েকটি দাবিও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের খামারআটি 'মাদ্রাসা জাকারিয়া (রহঃ) দারুল কোরআন'-এ মঙ্গলবার জমিয়তে উলামার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ওয়ার্কিং কমিটি এবং ব্লক প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৮ শে নভেম্বর কলকাতার সমাবেশের প্রস্তুতি সভা সারেন সিদ্দিকুল্লাহ। ওয়াকফ সম্পত্তি বাঁচাতে সকল মানুষকে ধর্মতলার সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। কলকাতা কেন্দ্রিক সমাবেশ করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, 'কলকাতা সমাবেশ থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার সহ বিশ্ব দরবারে আমাদের আওয়াজ পৌঁছে দিতে চাই।' প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ এ প্রত্যাহারের দাবি সহ অন্যান্য দাবি সমূহের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'একটি অশুভ শক্তি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সময়ে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদের (সা:) প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য করে দেশে তথা বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি চেষ্টা করছে যা একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত। এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আইন ও সংবিধান মেনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জোরালো আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। সমাবেশ থেকে জমিয়তে উলেমা অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাবে। দ্বিতীয়ত, সমাবেশ থেকে আমরা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবি জানাবো।' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ২৮শে নভেম্বর কলকাতার সমাবেশ সফল করার জন্য জেলা জমিয়তের প্রতিনিধিদের প্রতি এ দিন বেশ কিছু নির্দেশ দিলেন সভাপতি মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। বলেন, ট্রেনে, বাসে বা কলকাতায় পথচারী, রোগী, ছাত্র-ছাত্রীদের চলতে যাতে সমস্যা না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে । মাদ্রাসায় ছোট ছাত্র কোনো ভাবে যেন না আসে' পাশাপাশি জুম্মার নামাজের সময় ইমাম সাহেবদের বিষয়টি নিয়ে সর্বসাধারণের অবগত করার জন্য আবেদন জানান সিদ্দিকুল্লাহ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জমিয়তের সম্পাদক ও বিশিষ্ট শিক্ষক কাজী আরিফ রেজা সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনার মধ্যে দিয়ে এ দিন ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৪ এর ভ্রান্ত দিকগুলি তুলে ধরেন। বলেন, 'ধর্মতলার সমাবেশে উত্তর ২৪ পরগনা থেকে ২৮শে নভেম্বর হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হবেন।'

কোটি টাকার তক্ষক সহ গ্রেফতার তিন

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার চোঁয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালায় হরিহরপাড়া থানার আইসি অরুপ কুমার রায় সহ তার টিম, ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন তিন জনকে দাঁড় করিয়ে তাদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় চোরা বাজারের মূল্য প্রায় এক কোটি টাকার একটি তক্ষক।তার পরে ওই তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃত ব্যক্তিদের নাম সুজাউদ্দিন শেখ, ফিরোজ আহমেদ এদের দুজনের বাড়ি বেলডাঙা থানা এলাকায়, প্রদীপ ঘোষ, এর বাড়ি হরিহরপাড়ার চোঁয়া এলাকায়। জানা যায় এদের সঙ্গে দেশের বাইরেও এই তক্ষক কেনাবেচা এবং টাকা লেনদেনে যুক্ত আছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তালডাংরা উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ, রাত পোহালেই তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। মঙ্গলবার সিমলাপাল মদনমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে ডি.সি/আর.সি কেন্দ্র পরিদর্শণে যান বাঁকুড়ার জেলাশাসক সিয়াদ এন। পরে জেলাশাসক সিয়াদ এন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এখনও পর্যন্ত ৮০ শতাংশ ভোট কর্মী ভোট সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। নির্বিঘ্নে ভোট পরিচালনার জন্য আমরা প্রস্তুত। আগামীকাল সকাল ৭ টা থেকেই ভোটগ্রহণ শুরু হবে। ২৬৪ টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। এর মধ্যে ১৫ শতাংশ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে মাইক্রো অবজার্ভার থাকবেন। ১০০ শতাংশ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রেই ওয়েব কাস্টিং এর ব্যবস্থা থাকছে বলেও তিনি জানান।

লালবাগে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুষ্ঠান ঘিরে মিলনোৎসব

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের খানের উদ্যোগে মিলন উৎসব ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান করা হল সোমবার। মুর্শিদাবাদ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় নাকুড়তলা স্কুল ময়দানে মিলন উৎসব অনুষ্ঠানে পাঁচজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির হাতে ট্রাই সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, বিভিন্ন পুজো কমিটিকে সম্মাননা দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদ শহর এবং মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ৫০ জন পুরনো নিষ্ক্রিয় কর্মীকে তাদের হাতে সংবর্ধনা তুলে দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান, জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার ডেভিড, জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান রবিউল আলম চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হাজেরা বিবি, বেলুড় মঠের পরমানন্দ মহারাজ, প্রাক্তন বিধায়ক চাঁদ মোহাম্মদ, জেলা পরিষদ সদস্য মগরেব সরকার, সুরেফা বিবি, সুষমা দাস, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ভীষ্মদেব কর্মকার, তৃণমূল নেতা জাকির হোসেন শেখ, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার কাউন্সিলররা এবং ব্লকের ও পঞ্চায়েতের প্রধান, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বরা। সাংসদ আবু তাহের খান বলেন, 'জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতির মাধ্যমে মিলন উৎসব করা হল। মুর্শিদাবাদ শহর তৃণমূলের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'মুর্শিদাবাদ শহর এবং মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূলের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠান করা হল। সভা থেকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল নিশ্চিতভাবে জয়ী হবে বলে দাবি করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার ডেভিড।

কল্যাণীতে এইমস হাসপাতালের সামনে আইএসএফের বিক্ষোভ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নিয়োগ পত্র নিয়ে কল্যাণী এইমস হাসপাতালের সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ আইএসএফ কর্মী সমর্থকদের। মোটা টাকা নিয়ে চলছে নিয়োগপত্র, স্থানীয়দের নিয়োগ না করলে দফাই দফায় আন্দোলন চলতে থাকবে। করা হুঁশিয়ারি দিয়ে এবার নদীয়ার কল্যাণীর এইমস হাসপাতালের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসলো আইএসএফ কর্মীরা।

সম্প্রতি বেশ কয়েক মাস ধরেই নদীয়ার এইমস হাসপাতলে বেআইনিভাবে নিয়োগ নিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে। তবে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা নিয়োগ নিয়ে সরব হয়েছিলেন।

সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে একাধিক দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন বিজেপি কর্মীরাই। এবার সেই রেস কাটতে না কাটতে আবার নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে সোচ্চার হল আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা। তাদের দাবি, স্থানীয়দের অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে, মোটা টাকা নিয়ে চলছে বেআইনিভাবে নিয়োগ।

একটি কেন্দ্রীয় সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগে কেন অনিয়ম চলবে, আমরা তার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। আগামী দিনে নিয়োগ প্রক্রিয়া যদি স্বচ্ছতা ভাবে না হয় তাহলে আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

মঙ্গলবার আইএসএস কর্মীদের এই বিক্ষোভ চলাকালীন ঘটনাস্থলে যায় কল্যানী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, এরপর বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করে। এখন দেখার কত তাড়াতাড়ি কল্যাণীর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিভাগ এইমস হাসপাতলে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ হয়, নাকি বেনিয়ম ভাবে চলবে নিয়োগ।

হাওড়া হাটের 'তোলাবাজি' নিয়ে তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া হাটের 'তোলাবাজি' নিয়ে পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি শুরু হল হাটে নজরদারিও। হাওড়ার মঙ্গলাহাটে মঙ্গলবার সকাল থেকে হাওড়া সিটি পুলিশ অভিযানে নামে। মাইকিং করে সকল ব্যবসায়ীকে রাস্তা থেকে সরে বসার নির্দেশ দেওয়া হয়। মঙ্গলাহাটের ফলে ফি হপ্তায় হাওড়ায় ময়দান ও হাট চত্বরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। মঙ্গলাহাট চত্বরের আশপাশে হাওড়ার বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। সোম ও মঙ্গলবার অফিস টাইমে যানজটে নাজেহাল পরিস্থিতি তৈরি হয় সেখানে। সে কারণেই হাওড়া সিটি পুলিশ আজ মঙ্গলাহাটে ব্যবসায়ীদের রাস্তার উপর থেকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়ে যানজট মুক্ত রাখার চেষ্টা করে।

প্রগ্রেসিভ চাইল্ডে সচেতনতা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার খড়িবাড়ির মহিষগদিতে অবস্থিত প্রগ্রেসিভ চাইল্ড একাডেমি। শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি নানা সামাজিক অনুষ্ঠান করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। সোমবার প্রগ্রেসিভ চাইল্ড একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হল অভিভাবক সচেতনতা সভা। বক্তব্য রাখেন মোটিভেশনাল স্পিকার আবেদীন হক আদি, সোনারপুর কলেজের অধ্যাপক হাসিম আব্দুল হালিম, অল বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল এসোসিয়েশনের সম্পাদক সেলিম আহমেদ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিক্ষক শ্যামল কুমার ঘোষ, শিশু সাহিত্যিক আকবর আলী প্রমুখ। প্রগ্রেসিভ চাইল্ড একাডেমির সাধারণ সম্পাদক বাবর হোসেন বলেন, মূলত অভিভাবকদের সচেতন করতে এই সভা।

সুরিয়া কোম্পানির নতুন প্রডাক্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: সুরিয়া কোম্পানির উদ্যোগে এবং সুরিয়া কোম্পানির জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল স্টোরের পরিচালনায় সান্ধ্যকালীন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বীরভূম জেলার তারাপীঠে, এদিন সুরিয়া কোম্পানির বেশ কয়েকটি নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করেন আয়োজকরা। যেমন ইলেকট্রিক ফ্যান, কুলার, আইরন ইত্যাদি ইলেকট্রিক সরঞ্জাম। এদিন সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক ইলেকট্রিক ব্যবসায়ীরা উপস্থিত হন। তাঁদের সঙ্গে সুরিয়া কোম্পানির নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সুরিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন দিল্লি থেকে আগত সুরিয়া কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশাল আখুরি, মোহন বাবু, প্রশান্ত সাহা, মনোহর কুমার ঝাঁ, বীরভূম থেকে সোমনাথ ঘোষ প্রমুখ।

বাদুড়িয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের মাদ্রাসায় কম্পিউটার শিক্ষা

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম আহমাদ নগরে আল ফালাহ মাহাদ মাদ্রাসা অবস্থিত। আরবি ভাষার পাশাপাশি একটা ছাত্রকে আধুনিকভাবে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় সেই নিয়ে অনন্য নজীর সৃষ্টি হল এবার। এবারের মাদ্রাসা বোর্ডের বেশ কয়েকটি ছাত্র এই মাদ্রাসা থেকেই পড়াশোনা করে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আরবি সাথে সাথে বাংলা ইংরেজি অংক নিয়ে বিশেষ শিক্ষা প্রধান করা হয় এখানে। পাশাপাশি কম সময়ের মধ্যে হিফজ করানো হয়, শুধু হিফজ করা নয়, এক বৈঠকে যে ছাত্র কোরআন শোনাতে পারবে তাকেই দেওয়া হয় পাগড়ি। এদিন এক শিক্ষকের কথাই , 'আমাদের এই দুরাবস্থার কারণ হচ্ছে আমরা দ্বীনি শিক্ষা এবং দুনিয়াবী শিক্ষা অর্থাৎ জেনারেল শিক্ষাকে আলাদা করে দিয়েছি। যার ফলে যারা মাদ্রাসা থেকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন তারা দুনিয়াতে চলতে পারছেন না। অন্যদিকে যারা জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন তাদের আখেরাত বরবাদ হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই মাদ্রাসায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ছাত্রদের জন্য। পাশাপাশি কম্পিউটারের ব্যবস্থাও আছে খারিজী মাদ্রাসায় এই প্রথম কোন মাদ্রাসা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আল ফালাহ মাহাদ মাদ্রাসার সম্পাদক মুফতি জুবায়ের কাসেমী সাহেব বলেন, 'আমাদের এই মাদ্রাসা তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে এখান থেকে ছাত্ররা একদিকে যেমন আলেম হবেন। অন্যদিকে তেমনি মাস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবেন। আর এই বৃহত্তর স্বপ্ন নিয়েই আমরা এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছি। এখান থেকেই বহু ছাত্র মাদ্রাসা বোর্ডের প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আরবি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের বিশেষ জায়গায় নিয়ে আসা আমাদের লক্ষ্য। তারা যেন ইংলিশে পারদর্শী হতে পারে পাশাপাশি আরবিতে। আলফালাহ মাদ্রাসায় বহু ছাত্র পড়াশোনা করছে।

জালালপুরে লাব্বাইক নার্সিংহোমের স্বাস্থ্য শিবিরে সুপরিষেবার অঙ্গীকার

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদার কালিয়াচকের জালালপুরে জাতীয় সড়কের ধারে প্রতিষ্ঠিত লাব্বাইক নার্সিংহোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এদিন বি. পি. পোদ্দার হাসপাতাল ও মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের উপস্থাপনায় এবং লাব্বাইক নার্সিংহোম এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় এক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এছাড়াও বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও যেসব বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়, ইকো কার্ডিওগ্রাফি, ই.সি.জি., ব্লাড সুগার র‍্যান্ডম টেস্ট, ব্লাড প্রেসার চেক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়। এদিনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ছিলেন, জেনারেল ফিজিসিয়ান কার্ডিও নেফ্রলজিস্ট ডা: সৈয়দ আব্দুল হাদি ও ডা: সুদিপ্ত চক্রবর্তী, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: মোহাম্মদ মাসুম আলী, শিশু বিশেষজ্ঞ ডা: আসফাক আহমেদ, জেনারেল ফিজিসিয়ান ডা: ফায়াজ বিশ্বাস।

এই বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে প্রায় এক শত রুগীর ফ্রিতে চিকিৎসা করেন। এছাড়াও লাব্বাইক নার্সিংহোম এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে দেখছেন স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডা: মোয়াজ্জেম হোসেন, ডা: পি.কে. ভৌমিক, ডা: তানবির হক, ডা: লক্ষীকান্ত বাস্কে, ডা: মতিউর হক, ডা: দিপাঞ্জন রয়। মাথা, নার্ভ ও ব্যথা বিশেষজ্ঞ ডা: ওয়াহেদুর রহমান, জেনারেল সার্জেন ডা: শ্যামল কুমার হালদার, ডা: আনিসুর রহমান, ডা: সঞ্জিব কুমার কর্মকার, ডা: আলিউল ইসলাম, হার্ট স্পেশালিস্ট ডা: দেবব্রত বিশ্বাস, ডা: সঞ্জয় সেনগুপ্ত, মূত্র রোগ বিশেষজ্ঞ ডা: আরিফ ইসলাম প্রমুখ। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, লাব্বাইক নার্সিং হোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর আব্দুল কাইউম, আব্দুল লাহিল মারুফ ও আব্দুল লাহিল মামুন। নার্সিংহোমের কর্ণধার আব্দুল কাইউম জানান, আজকে লাব্বাইক নার্সিংহোমের পক্ষ থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফ্রিতে স্বাস্থ্য পরিক্ষা শিবির এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ এলাকার প্রায় একশরও বেশি অসহায় রুগীদের এই সহযোগিতা দেওয়া হয়। বহু মানুষ আগ্রহের সাথে এই শিবিরে এগিয়ে আসেন। আমাদের এই স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্য এলাকার মানুষদের অল্প খরচে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার। বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ করতেই এই উদ্যোগ।

এছাড়াও তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধু জালালপুর নয় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ও পাশাপাশি সমস্ত এলাকার মানুষদের পর্যাপ্ত সুচিকিৎসা দেওয়া। মানবিকতার সাথে যে চিকিৎসা দেওয়া দরকার এবং স্বল্প পরিমাণে সুচিকিৎসা এবং দরিদ্রদের জন্যে আর্থিক বিশেষ সুবিধা প্রদান।

রানিনগর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার এক বাংলাদেশি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বিনা ভিসায় কিভাবে আসছে ভারতে বাংলাদেশি,গত কয়েক সপ্তাহ আগেই রানীতলা থানার পুলিশের হাতে চল্লিশ জনের বেশি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী দের গ্রেফতার করেছিলেন।তার আবার মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার রানীনগর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার এক অনুপ্রবেশকারী। পুলিশ সূত্রে জানা যায় গত সোমবার রাত্রিতে রানীনগর থানার ঠাকুরপুর গ্রামে এক ব্যক্তিকে ঘুরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হলে পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসা বাদ করতে জানতে পারে যে আটক হওয়া ব্যক্তি বাংলাদেশী। ঘটনায় ভারতে আশা বৈধ কোনো কাগজ দেখাতে না পাড়ায় তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃত ব্যক্তির নাম রাজু শেখ ৪২,বাড়ি বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানা এলাকায় বলে জানা যায়,ধৃতকে মঙ্গলবার জেলা আদালতে তোলা হয়।যদিও বিএসএফের কড়া নিরপত্তার মধ্য দিয়েও কি ভাবে ভারতে প্রবেশ করছে বাংলাদেশী।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রানীনগর থানার পুলিশ।

প্রথম নজর

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও স্ক্রিনিং শিবির হল কাঞ্চননগরের স্কুলে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বিপদ সঙ্গী হলেও সচেতন থাকা জরুরি–এই উদ্যোগে কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ে আজ আয়োজন করা হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও স্ক্রিনিং শিবির। ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড নেচার অর্গানাইজেশন এর আয়োজক এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের থ্যালাসেমিয়া বিভাগ এতে সহযোগিতা করে। অনুষ্ঠানে সংস্থার সেক্রেটারি স্বপ্না বরাট প্রধানশিক্ষক ড. সুভাষচন্দ্র দত্তের হাতে একটি কাজু গাছ উপহার দিয়ে বলেন, “এই গাছ থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের প্রতীক। এটি যত বড় হবে, ততই এই রোগ নির্মূলে আমরা এগোতে পারব।” বর্ধমান মেডিকেল কলেজের থ্যালাসেমিয়া বিভাগের পরামর্শদাতা সুবর্ণা বিশ্বাস জানান, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তিনি বলেন, “প্রতি বছর দেশজুড়ে আট হাজার নতুন থ্যালাসেমিয়া বাহক বা রোগী চিহ্নিত হয়, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সংখ্যা চার হাজারের বেশি। সমস্যা নিয়ন্ত্রণে বাহকরা যেন বিয়ের সময় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর থ্যালাসেমিয়া স্ট্যাটাস সম্পর্কে নিশ্চিত হন।” অনুষ্ঠানে উপস্থিত ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক অরূপ নন্দী ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন বা দোকান থেকে কেনাকাটা সংক্রান্ত প্রতারণা এড়াতে ১৯১৫ নম্বরে ফোন করার পরামর্শ দেন এবং ক্রেতা সুরক্ষা মেলায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ড. সুভাষচন্দ্র দত্ত জানান, “থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করিয়ে নিজের শরীর সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি।” আজ ৩৮৪ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা করিয়েছে এবং চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে, প্রত্যেকের ফলাফল শীঘ্রই পাঠানো হবে।

আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে জেলার একাধিক জায়গায় ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাবড়া

আপনজন: মঙ্গলবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ার ছয় নম্বর ওয়ার্ডে ব্লাউজ ব্যবসায়ী পার্থ সাহার বাড়িতে ইডি হানা। অন্যদিকে, বনগাঁর পূর্ব পাড়ায় ড্রাইভার পিন্টু হালদারের বাড়িতে ইডি র হানা। আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত করতে ইডির তল্লাশি। অন্যদিকে,ব্যারাকপুরের জাফরপুর পুরনো চেকপোস্ট এলাকায় ইডির তল্লাশি। রনি মন্ডল নামে এক মেডিসিন ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা। তিনি আবার পৌরসভার কন্টাক্টর । দেড় বছর ধরে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন তিনি। মঙ্গলবার সকালবেলায় এক মহিলা সহ পাঁচ ইডি আধিকারিক ওই বাড়িতে তল্লাশি চালায়। বারাকপুর সাধু মুখার্জি রোডে অপর একটি বাড়িতে ইডির হানা , আর্থিক দুর্নীতি জন্য এই হানা।বনগাঁর তিন ব্যক্তির তিনটি বাড়িতে একযোগে অভিযান ইডির।
বনগাঁ থানার ভাসান পোতার জামাল উদ্দিনের বাড়িতেও অভিযান চালায় ইডির আধিকারিকেরা ।পেট্রাপোল থানার পেট্রাপোল গ্রামে ইয়াকুব শেখের বাড়িতেও ইডির অভিযান।
মঙ্গলবার সকালে ইডির প্রতিনিধি দল পেট্রাপোল সীমান্তে ইয়াকুবের মুদ্রা বিনিময় দোকানে যায় ।সেখান থেকে ইয়াকুব শেখকে সঙ্গে করে পৌঁছায় তার বাড়িতে। এই মুহূর্তে বাড়ির ভিতরে ইয়াকুব কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ইডি।

ট্যাব দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ট্যাব কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে মালদার বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুদিটোলা এলাকার বাসিন্দা ।হাসান শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ট্যাবের টাকা গায়েবের ঘটনার তদন্তে নাম উঠে আসে মালদা এক ব্যাক্তির নাম। তার পরেই হানাদেয় মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়।
সুত্রের খবর তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে বর্ধমান সাইবার থানার পুলিশ ও মালদা জেলা পুলিশের সহযোগিতায় । রবিবার রাতেই বর্ধমানে নিয়ে যাওয়া হয়।যদিও পরিবারে তরফ থেকে জানানো হয় এ বিষয়ে তারা কোন

কিছুই জানেনা বাড়ির সামনে দোকান রয়েছে তার ছেলের সেই দোকানে জেরক্স করে বলে জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তি বাড়ির সামনে সাইবার ক্যাপ রয়েছে যে তদন্তের সূত্রে জানতে পারে হাসান শেখ নামে ব্যাক্তি জড়িত রয়েছে বলে তাকে গ্রেফতার করে বর্ধমান আদালতে আদালতে পেশ করে রিমান্ডে নেওয়া আবেদন জানিয়েছে, সাইবার পুলিশ।

তালিকায় নাম থাকলেও লিখিত জানিয়ে ঘর ফিরিয়ে দিচ্ছেন ডায়মন্ডহারবারের যুবক

নকিব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: কেউ এক ডাকে অভিষেকের ফোন করে আবাস যোজনা তালিকায় নাম তুলেছে, কেউ এখনো অনেকেই নামই তুলতে পারেনি। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে কারোর ভাঙ্গা ঘর কারো ত্রিপল দিয়ে ঘেরা কারোর আবার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়ি। আবাস যোজনা ঘর পাবার জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও অনেকেই , আবার পাকা বাড়ি সরকারি চাকরি করে এমনও অনেক লোক তাদের আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় নাম আছে। আর সেই আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে রাজ্য জুড়ে যখন নানান জল্পনা ও রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছে তারই মাঝে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের মড়িগাছিতে দেখা গেলো এক অন্য ছবি। আবাস যোজনার তালিকায় এসেছে নাম তবে পাকাবাড়ি থাকায় নিজের নাম বাতিলের লিখিত আবেদন জানানোর পাশাপাশি যোগ্য প্রাপকদের বাড়ি দেওয়ার আবেদন করলেন মড়িগাছি গ্রামের যুবক আনিসুর রহমান। পেশায় একজন গৃহশিক্ষক।
ব্লক প্রশাসনের কাছে নিজের নাম বাতিলের আবেদন জানিয়ে আনিসুর বলেন, ২০১৮ সালে কাঁচাবাড়ি থাকায় বাড়ির জন্য আবেদন করেছিলাম। এর মাঝে কেটে গেছে ৬ টা বছর। তারমধ্যেই পরিবারের সদস্যরা পাকাবাড়ি তৈরী করেছেন তাই এখন তার আর আবাস যোজনার বাড়ির প্রয়োজন নেই। সে মতই ব্লক প্রশাসনকে আবাস যোজনার তালিকা থেকে নিজের নাম বাতিলের জন্য লিখিত আবেদন করার পাশাপাশি যোগ্য প্রাপকদের আবাস যোজনার বাড়ি পাওয়ার আর্জি করেন। এই গ্রামে অনেকেই এখনো ভাঙ্গা বাড়ি মাটির বাড়ি থাকলেও তাদের আবাস তালিকায় নাম নেই। তারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে।
ঘটনায় ডায়মন্ড হারবার ২ নং ব্লকের বিডিও সুদিপ্ত অধিকারী বলেন, আবাস যোজনার সমীক্ষা দ্রুততার সাথে ব্লক জুড়ে করা হচ্ছে। যোগ্য প্রাপকেরা আবাস যোজনার বাড়ি পাবেন। পাকা বাড়ি আছে এমন যাদের নাম তালিকায় এসেছে সেগুলি তদন্তের পর বাদ দেওয়া হবে। এরই মাঝে বেশ কয়েকটি আবেদন জমা পড়েছে আবাস যোজনার তালিকা থেকে নিজেদের নাম বাতিলের জন্য তাদের পাকা বাড়ি থাকার কারনে এমন আবেদন করেছেন।
তবে পাকা বাড়ি থাকায় নিজের নাম আবাস যোজনার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন করে মড়িগাছির আনিসুরের বার্তা যোগ্য প্রাপকেরা আবাস তালিকার বাড়ি পাক এটাই চাই ওই যুবক।

দুটি বাসের রেষারেষিতে নিহত তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সল্টলেক ২ নম্বর গেটের সামনে পথ দুর্ঘটনা , প্রাণ গেল তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রের। এক স্কুল পড়ুয়া সহ আহত হয় মোট দু ‘জন । এটা কেউ বেহালা ও বাজ্রনিতে পরপর দুটি পথ দুর্ঘটনায় দুজন ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল। মঙ্গলবার দুপুরে সল্টলেকের ২ নম্বর গেটের সামনে এই পথ দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ আটকে রেখে রাস্তা অবরোধ করে। পরে পুলিশ এসে অবরোধ আলোচনার মাধ্যমে সরিয়ে দেয়। দুটি বাস আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সল্টলেক লাগুয়া বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদেরকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন অভিভাবক ।সেই সময় সল্টলেক ২ নম্বর গেটের দিকথেকে ২১৫ - এ রুটের দুটি বাস রেষারেষি করছিল । বাস দুটি উল্টোডাঙার দিকে যাচ্ছিল।এই সময় ঘটে এই দুর্ঘটনাটি। জানা গিয়েছে, সেই সময় ওই দুটি বাস রেষারেষি করতে গিয়ে স্কুটিকে ধাক্কা মারে। ফলে গুরুতর আহত হন তারা। আহত অভিভাবক সহ তাদেরকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় উল্টোডাঙ্গা অবস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে এক পড়ুয়ার অবনতি হওয়ার ফলে তাকে রেফার করা হয় অন্যত্র। কিন্তু সেখানেই ওই তৃতীয় শ্রেণীর পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষ দর্শীদের অভিযোগ যেখানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে সেখানে মঙ্গলবার দুপুরে ট্রাফিক পুলিশ ছিল না। ঘাতক বাসের এক যাত্রী জানান তিনি বাস যখন দ্রুত গতিতে চালানো হচ্ছিল বারবার কন্ডাক্টারকে আসতে চালানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তার কথায় কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একই রুটের অপর একটি বাস পিছনে চলে এলে সল্টলেক দু’নম্বর গেটের সামনে ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। অকালে প্রাণ যায় তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রের।

সংস্কৃতি সচেতনতায় সুন্দরবনের শিশুরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: সুন্দরবন এলাকার অজ পাড়াগাঁয়ে বেশ কয়েক বছর আগে গড়ে উঠেছে দুস্থ বাচ্চাদের পঠন পাঠনের জন্য স্কুল। একটি নয় দুটি স্কুল গড়ে উঠেছে সুন্দরবন বিদ্যানিকেতন নামে। একটি নাপিত খালীতে ও অন্যটি সোনাখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বর্তমানে প্রায় ৩০০ দুস্থ পরিবারের বাচ্চারা এখানে লেখাপড়া , শরীর চর্চা ও সংস্কৃতি চর্চা করে। এ বিষয়ে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি অভিজিৎ চক্রবর্তী সহযোগিতা করছেন । দীর্ঘ ৬ বছর ধরে শীতের প্রারম্ভে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বন ভোজনের আয়োজন করে স্কুল কর্তৃপক্ষ । এ বছরও প্রায় ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক , শিক্ষক শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মিলেয়ে ৪০০ জন বন ভোজনে উপস্থিত ছিলেন । শিক্ষা প্রসারের পাশাপশি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়েও সচেতনতা মূলক একাধিক কর্মসূচী নেওয়া হয় প্রতিবছর। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে সোনালখালী বাজারে সুন্দরবন উৎসবের আয়োজন করে থাকে এই সংস্থা। স্কুল দুটি দক্ষ হাতে সামলাচ্ছেন সুন্দরবন বিদ্যানিকেতনের সম্পাদক ,শিক্ষক জাফর ইকবাল ও প্রবীণ শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ।
প্রচারবিমুখ বিজ্ঞানী পদ্মভূষণ সম্মান প্রাপ্তঅধ্যাপক ড: বিমল রায় জন্মলগ্ন থেকেই স্কুলের পাশে আছেন এছাড়াও স্কুলের পাশে আছেন রাজ্যের বহু বিশিষ্ট মানুষ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যতম কর্মকর্তা বিশিষ্ট সাংবাদিক ফিরোজ হোসেন, দন্ত চিকিৎসক নায়েব সিদ্দিকী, সমাজসেবী সমিক বিশ্বাস, দুই বিজ্ঞানী বিমল রায় ও অভিজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ । সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, অস্ত্র হামলার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে

সুভাভ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা

আপনজন: রাতে অন্ধকারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এক গৃহ বধুর উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠলে এক দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা থানা এলাকায় ।গুরুতর জখম দুই গৃহবধু কলকাতার হাসপাতালে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুই বধুর মধ্যে বড় জনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।
স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে গোসাবার যুবক বাপি হালদারের সাথে বিবাহ বর্হিভুত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন বাড়ির বড় বউ। সেই সম্পর্ক নিয়ে সেই নিয়ে কানাঘুঁসো চলছিল। এমনকি দুজনের মধ্যে অশান্তিও চলছিল। অভিযোগ সোমবার রাতে বাপি হালদার নামে ওই যুবক আচমকা বধুর বাড়িতে হাজীর হয়। অতর্কিতে ধারালো বঁটি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে শুরু করে। এমনকি ওই বধুর ঘাড়ে একাধিক কোপ মেরে খুন করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।
ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়েন আক্রান্ত বধুর ছোট জা। তিনি আক্রান্তকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যেতেই তাঁকেও আক্রমণ করে বঁটি দিয়ে কোপ মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রাণ ভয়ে চিৎকার করে দৌড়ে বাড়ির বাইরে পালিয়ে যায় ।রাতের অন্ধকারে দুই বধুর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে স্থানীয়রাও দৌড়ে আসে। তারা দুই বধুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হলে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।অন্যদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে বাপি হালদার নামে অভিযুক্ত যুবক কে গোসাবা থানার পুলিশ রাতেই গ্রেফতার করে।ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

ফ্রেজারগঞ্জে নদী ভাঙনে ধ্বংসের পথে ফ্রেজার সাহেবের বাংলো

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বকখালি

আপনজন: বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জে ভাঙ্গন, ইতিহাস বিজাড়িত ফ্রেজার সাহেবের বাংলো রক্ষার দাবী এলাকাবাসীর।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জের বকখালি, যা একটি টুরিস্ট স্পট হিসাবে বিখ্যাত। আর সেই বকখালিতে হঠাৎ করে ধ্বস,আতঙ্কে ফ্রেজার গঞ্জের মানুষজন,গত ২-৩ দিন আগে থেকে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। যদিও ইতিমধ্যেই প্রশাসন জরুরী ভিত্তিতে কাজে হাতে লাগিয়েছে।এখন একটাই প্রশ্ন ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া ফ্রেজার সাহেবের এই বাংলো কিছুটা হলেও রক্ষা করা যাবে তো?ইতিমধ্যে বাংলোর পাশেই নদীবাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি যখন দেশ স্বাধীন হয়নি ব্রিটিশরা রাজত্ব চালাচ্ছে তখন ফ্রেজার সাহেব এই বকখালিতে এসেছিলেন আর থাকার জন্য একটি বাংলো তৈরি করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটিশরা বিতাড়িত হয়েছে কিন্তু সেই বাংলো সংস্কারের কোন দায়িত্ব নেয়নি সেই থেকে প্রশাসন।আর তাই ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে এই হেরিটেজ বাংলো।
বর্তমানে বাংলোর অস্তিত্ব বিলুপ্তের পথে,জরাজীর্ণ অবস্থায় ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে, ঘরের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে বড় বড় বট অশ্বত্থগাছ।ভ্রমণ পিপাসু মানুষ দের দাবি,এই বাংলো টিকে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে ঘোষণা করে সংস্কার করা হোক।এখন বিল্ডিং রক্ষা করবে না নদী বাঁধ রক্ষা করে বকখালীর মানুষকে বাঁচাবে সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ প্রশাসনের কাছে।

বাড়িতে হানা, হেরোইন সহ গ্রেফতার গৃহবধূ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হেরোইন সহ গৃহবধূকে গ্রেপ্তার করল জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম উর্মিলা খাতুন, তার বাড়ি লালগোলা থানার নলডহরী এলাকায়।পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত মহিলার স্বামী মিনারুল শেখ ও তার স্বামীর বন্ধু মিলন শেখ হেরোইন কারবারের অন্যতম পান্ডা হিসেবে পরিচিত। ভিন্ন রাজ্য থেকে কাঁচামাল নিয়ে এসে লালগোলার নলডহরী এলাকায় নিজেদের বাড়িতেই হেরোইন তৈরি করত তারা। এক প্রকার হেরোইনের কারখানা গড়ে তুলেছিল সেখানে। লালগোলা থানার পুলিশের নজরে পড়তেই তারা সেখান থেকে জিয়াগঞ্জে আস্তানা তৈরি করে। মহিলা হওয়ার সুবাদে স্থানীয় যুব সমাজ থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হেরোইন কারবারে যথেষ্ট পারদর্শী হয়েছিল ওই গৃহবধূ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত মহিলা মাদক কারবারের কথা স্বীকার করে।

নারায়ণপুর মাদ্রাসায় রক্তদান শিবির

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার অন্তর্গত নারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব নারায়নপুর মসজিদ পাড়ায়। থ্যালাসেমিয়া ও মুমূর্ষু রোগীদের কথা মাথায় রেখে।নারায়নপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে রক্তদান শিবির আয়োজিত হল।আয়োজিত রক্তদান শিবিরে নারী ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ১২০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উল্লেখ্য বর্তমানে রক্তের সংকট চলছে।মুমূর্ষু রোগীরা রক্তের অভাবে মরণাপন্ন।সেই সংকট মেটাতে নারায়নপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বলে জানান মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক । এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সালাউদ্দিন সরদার, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মাকসামুল সাহেব ,ডক্টর মিনহাজ, ডক্টর শহিদুল সহ প্রমুখ।

প্রকাশিত হল প্রগতি প্রভা

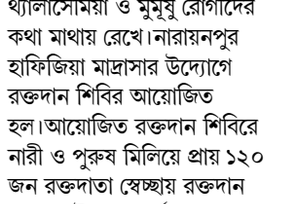

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: প্রগতি প্রভাপত্রিকার উন্মোচন হল সম্প্রতি কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ভবনে। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি ও আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত কিশোর সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ সিংহ, সাহিত্যিক পার্থপ্রতিম আচার্য, বিশিষ্ট কবি অসীম দাস, উপদেষ্টা ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সম্পাদক শ্রী নবগোপাল চৌধুরী, কবি অমিত কাশ্যপ ,সোমনাথ মুখার্জি, সুনীল করণ, অদিতি ভট্টাচার্য, ডালিয়া রায় মজুমদার, মহুয়া গাঙ্গুলী, সুজাতা বণিক, অমল ভৌমিক, কমল পাল ,আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী মজুমদার, প্রদীপ রায়, গৌতম ঘোষ দস্তিদার, বিমল রায়, দেবল বাউলিয়া প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিক শিল্পী সাহানারা খাতুন ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছোটন গুপ্ত। শংসাপত্র প্রদানে ছিলেন সহ সম্পাদক আইভি দত্ত। অনুষ্ঠানের সূচনা সঙ্গীত ও প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী শ্রাবণী ভুঁইয়ার কবিতা আবৃত্তি করেন। স্বপন পাল ও ঝুনু ভৌমিক কবিতা পাঠ করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বনভোজনের পথে দুর্ঘটনায় নিহত ৩

আসিফা লস্কর ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: শীতের আমেজ গায়ে মেখে পাথরপ্রতিমা এলাকার স্থানীয় বেশ কয়েকজন এলাকাবাসী চড়ুইভাতি করার উদ্দেশ্যে সুন্দরবনে পাড়ি দিচ্ছিল। সোমবার রাতে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার জন্য একটি ম্যাটাডোর করে পাথরপ্রতিমার গঞ্জের বাজার গয়াধাম এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি পরিবার সুন্দর বোনের কৈখালী যাওয়ার উদ্দেশ্যে দুটি ম্যাটাডোর গাড়ি করে রওনা দিয়েছিল। হঠাৎ ৪ কিলোমিটার এর মধ্যে ম্যাটাডোরটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি ইলেকট্রিক পোস্টে গিয়ে ধাক্কা মারে। আর এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় তিনজন এবং আহত প্রায় ১৩ জনেরও বেশি। গুরুতর জখম তিনজনকে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ঘটনাস্থল থেকে পাথরপ্রতিমা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর রকম হয়।

প্রয়াত শিক্ষক একদিল আহমেদ

বিশেষ প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: প্রয়াত হয়েছেন ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য একদিল আহমেদ। (ইন্না লিল্লাহি...)। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল (৮৭) বছর। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ প্রয়াত হন। একদিল আহমেদ কালিয়াচক -৩ ব্লকের ভগবানপুর কেবিএস হাইস্কুলের শিক্ষক ছাড়াও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন । তার প্রয়াণে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ভগবানপুর কেবিএস হাই স্কুল ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই সময় স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যান্যদের পাশাপাশি একদিল আহমেদের অসামান্য অবদান ছিল । একদিল আহমেদ স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ২ জানুয়ারি ১৯৬৫ শিক্ষকতায় যোগদান করেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে অবসর নেন। স্কুল থেকে প্রায় এক কিমি দূরে তোক্কি টোলায় তাঁর বাড়ি। এছাড়াও তিনি ২০১৫ থেকে ২০২২ পর্যন্ত স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি । ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ছিলেন। তার প্রয়াণে এলাকায় ও শিক্ষাঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

সাগরদিঘিতে নানা অনুষ্ঠান

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী ব্লকের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিসমতগাদী রবীন্দ্র-নজরুল অ্যাকাডেমিতে সোমবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অত্র স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কবিতা আবৃত্তি, গজল, নৃত্য, সংগীত, নাটিকা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়। উপস্থিত ছিলেন সাগরদিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিজন রায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত প্রফেসর আব্দুল মোতালেব, স্বদেশ রঞ্জন দাস, অজয় দাস। ঞ্চালনা করেন লক্ষণ দাস ও মঙ্গলচন্দ্র দাস।

প্রথম নজর

জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত হল ভাঙড়ের শিক্ষাঙ্গন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিন তথা জাতীয় শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আবৃত্তির ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আসরের আয়োজন করল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের শিক্ষাঙ্গন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১১ নভেম্বর ২০২৪ সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠান টি আয়োজিত হয়। ভোগালি ১ নম্বর অঞ্চলের জামিরগাছি প্রোগ্রেসিভ একাডেমীর হলে অনুষ্ঠান টি চলে।

শানপুকুর অঞ্চলের কাশিপুরে অবস্থিত সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ক্রীড়া বিষয়ক শিক্ষাঙ্গন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ১১ নভেম্বর। ২০২৩ সালে যার পথ চলা শুরু হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা দিবসের দিনে। এদিন জাতীয় শিক্ষা দিবস এবং শিক্ষাঙ্গনের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বার্ষিকী পালন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

আবৃত্তির আসরে অংশ গ্রহণ করেন ছেলেগোয়ালিয়া গ্রামের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী ইমরান মোল্লা এবং প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আশিক মোল্লা। জামিরগাছি প্রোগ্রেসিভ একাডেমীর আপার কেজি প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী দেবাংশু মন্ডল, শেখ সাজিদুল রহমান, শেখ সাদিকুল হাসান, শেখ মাহিরুল রহমান ও দৃপ্ত মন্ডল। একই বিদ্যালয়ের লোয়ার কেজি প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী শাহজাহান মোল্লা ও শেখ মোহাম্মদ জাবজিদ।

প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আসরে অংশ গ্রহণ করেন কচুয়া গ্রামের বাকিবুল্লা গাইন, নিমকুড়িয়া গ্রামের সাইনুর ইসলাম, কৃষ্ণমাটি গ্রামের শামীম গাজি, গুছড়িয়া গ্রামের নাইমুল ইসলাম, ছেলেগোয়ালিয়া গ্রামের ইমরান মোল্লা, কাশিপুর গ্রামের রাজাবাবু রাইহান ও আশিষ মন্ডল, জামির গাছি গ্রামের হাসিবুর মোল্লা ও শেখ গোলাপ হোসেন এবং আলাকুইলিয়া গ্রামের তাহিরুল ইসলাম।

আবৃত্তির আসর ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আসর সঞ্চালনা করেন শিক্ষাঙ্গন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষক, পঞ্চায়েত কর্মী সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে।

শহীদ মিনার সমাবেশ নিয়ে জমিয়তে উলামায়ে বাংলার প্রস্তুতি সভা

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, ঈদগাহ, খানকা সহ সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি বাঁচাতে ১৯ নভেম্বর কলকাতার শহীদ মিনার সমাবেশে অংশ নেবেন ফুরফুরা শরীফের প্রধান সংগঠন জমিয়েতে উলামা বাংলার সদস্য ও অনুগামীবৃন্দ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফুরফুরা শরীফে জমিয়েতে উলামা বাংলার সভাপতি পীরজাদা মাওলানা ইমরানউদ্দিন সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামানের উপস্থিতিতে সাংবাদিক বৈঠক করে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পীরজাদা ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী বলেন, মসজিদ মাদ্রাসার সম্পত্তি বাঁচাতে ফুরফুরার শরীফের অনুগামী সকলকেই আবেদন করছি এই সমাবেশে অংশ নিতে। তিনি এ বিষয়ে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রশংসা করেন।

কামরুজ্জামান বলেন, জাতির এই সংকটকালীন সময়ে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার স্বার্থে জমিয়ে উলামা বাংলার বিগত দিনের আন্দোলনকেও তিনি প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সমাবেশ সফল করার জন্য মসজিদের ইমামদের জুমার খুতবায় সাধারণ মানুষকে অবগত করানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা পরামর্শ দিলেন এমবিবিএস পড়ুয়ারা

আপনজন: বোলপুরের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের পক্ষ থেকে ডাঃ রাম নারায়ণ মন্ডলের তত্ত্বাবধানে, এদিন এমবিবিএস ২০২১-২২ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের, তাদের পাঠক্রমের অংশ হিসেবে, পার্শ্ববর্তী মুলুক গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অধিবাসীদের শারীরিক খোঁজখবর নিয়ে তাদেরকে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিমদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য চাই সংগঠিত রাজনৈতিক মতামত: ড. মুজিবুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

ইরান সোসাইটিতে "শিখওয়া-এ হিন্দ" বইয়ের উপর প্যানেল আলোচনা। বই হাতে মুজিবুর রহমান।

আপনজন: মঙ্গলবার ইনসাফ নিউজ অনলাইন ইরান সোসাইটির ড. মোহাম্মদ ইসহাক হলে দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সদ্য প্রকাশিত "শিখওয়া-এ হিন্দ" বইয়ের উপর একটি প্যানেল আলোচনার আয়োজন করে। এই আলোচনাসভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ওমপ্রকাশ মিশ্র, অধ্যাপক মইদুল ইসলাম এবং ডা. ফুয়াদ হালিম তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। প্যানেল আলোচনার বক্তারা ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন তারা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন, ভারতে মুসলিমদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং বিজেপির অবক্ষয় ঘটছে। বাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে না দাঁড়ানোর জন্য কংগ্রেস ও সিপিএমের সমালোচনা করেন তিনি। ডা. ফুয়াদ হালিম বলেন, ভারতের মুসলমানরা স্বেচ্ছায় ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে দুটি স্থানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। একদিকে ছিল পাকিস্তানের সমর্থক, অন্যদিকে ছিল ভারতের সমর্থকরা। তিনি বলেন, কলকাতায় ভারতপন্থী মুসলমানদের সমাবেশ ছিল অনেক বড়। তিনি বইটির কিছু অংশের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে, মুসলমানদের অবস্থা মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি দিক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ড. মইদুল ইসলাম বইটির বিষয়বস্তুর সাথে একমত পোষণ করে বলেন, লেখক ভারতে মুসলমানদের উপস্থিতিকে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। একটি সময়কাল ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় পিরিয়ড ১৯৪৭ থেকে ২০১৪ এবং তৃতীয় পিরিয়ড শুরু হয় ২০১৪ সালের পর। তিনি বলেন, অবশ্যই তৃতীয় ধাপে এসে পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টেছে এবং মুসলমানরা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা আরও অনেক বেশি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের মুসলমানরা কি বর্তমানে হিন্দুত্ববাদী শক্তির মোকাবিলা করার মতো অবস্থানে আছে? তাদের কি সেটা করার সামর্থ্য আছে? তিনি বলেন, ভারতের মুসলমানদের জার্মান ইহুদিদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কারণ উভয়ের অর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই এই সময়ে জার্মান ইহুদিদের অবস্থা অনেক ভালো। বইটি লেখার উদ্দেশ্য তুলে ধরে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ২০১৪ সালের পর ভারতের পরিস্থিতি ত্বরান্বিত হয়েছে। মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব, স্লোগান ও মুসলিমবিরোধী ঘটনা বেড়েছে। তিনি বলেন, ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক দলগুলো মুসলমানদের সমান সুযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সম্প্রদায় উন্নতি করতে পারে না। ভারতে জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ মুসলিম, কিন্তু আজ পর্যন্ত জনসংখ্যার নিরিখে সংসদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব নেই। তিনি বলেন, বিগত সরকার ও বর্তমান সরকারে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব শূন্যের কোঠায়। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল পার্লামেন্ট নির্বাচনে মাত্র একজন মুসলিম প্রার্থীকে টিকিট দেয় এবং এই প্রার্থীকে প্রধানমন্ত্রীর রোড শোতে গাড়িতে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর মনোভাবও এক্ষেত্রে ভালো নয়। মুজিবুর রহমান বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বেগজনক কারণ ভারত মুসলিম বিদ্বেষের যুগে প্রবেশ করেছে। যেখানে মুসলমানদের প্রতিটি উপস্থিতি নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

সাংবাদিক নূরুল্লাহ জাভেদের সঞ্চালনায় এই প্যানেল আলোচনায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। অধ্যাপক রবিউল ইসলাম, অধ্যাপক সফুরা জারগার, অধ্যাপক ইনায়েতুল্লাহ খান, অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমান, সাংবাদিক আফাক আহমেদ, ফারুক আহমেদ, শাবানা হায়াত প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আপার নার্সারিতে রাজ্যে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় প্রথম মুশরিফা তাহসিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: অল বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে গত ২৯ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বেসরকারি স্কুল গুলিকে নিয়ে রাজ্য পর্যায়ের ট্যালেন্ট সার্চ পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শতাধিক পরিক্ষা কেন্দ্রে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অল বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল এসোসিয়েশন এর কার্যালয় থেকে ট্যালেন্ট সার্চ পরিক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ট্যালেন্ট সার্চ পরিক্ষায় উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার ধনপোতা বাজার টি এন আর কিডজি অ্যাকাডেমির আপার নার্সারির ছাত্রী মুশরিফা তাহসিন রাজ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। মোট ১০০ নাম্বারের পরিক্ষার মধ্যে ১০০ নাম্বার পেয়ে প্রথম স্থান অধিকারী করেছে মুশরিফা তাহসিন। মুশরিফা তাহসিনের নজড়কাড়া সাফল্যে অ্যাকাডেমির শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী উচ্ছসিত। অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষিকা নাসরিন ফিরদাউসী বলেন, মুশরিফা তাহসিন খুবই মেধাবী একজন ছাত্রী, শিশু বয়সেই মুশরিফা তাহসিন তার মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছে, নাসরীন ফিরদাউসী আরো বলেন আমরা আশাবাদী মুশরিফা তাহসিন যত বড়ো হবে ততই তার মেধার বিকাশ ঘটবে। মুশরিফা তাহসিন এর পিতা বিশিষ্ট সমাজকর্মী পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন মেয়ের সাফল্য বিষয়ে বলতে যেয়ে বলেন, সন্তানের সাফল্যে পিতা মাতার অবশ্যই ভালো লাগে, তবে উচ্ছ্বসিত হবার কোন জায়গা নেই, ও তো এখন শিশু, এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আজিজ উদ্দিন মেয়ের জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়েছেন যাতে মুশরিফা তাহসিনের আগামী দিনগুলি আরো উজ্জ্বল হয় ।

বঙ্গীয় নারী ভাবনা শীর্ষক মনন চর্চা অনুষ্ঠান সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্টের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● সোনারপুর

আপনজন: রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোরপুরের চাকবেড়িয়া মকরমপুরে শিশু বিকাশ কলেজ অফ এডুকেশন সভা ঘরে 'বঙ্গীয় নারী ভাবনা - ২০২৪' শীর্ষক এক মননশীল আলোচনা ানুষ্ঠিত হল। এর আয়োজক ছিল 'বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্ট'। পিছিয়ে পড়া মানুষের সাহিত্য প্রতিভা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ছিল এদিনের এই সাংস্কৃতিক আলোচনা সভা। এই সংস্থার মতে, যদিও নারীরা সমাজে পিছিয়ে আছে, তবু তাদের উপর নির্ভর করেই চলে সংসার, সমাজ, এমনকি রাষ্ট্র। কবিতা পাঠ, গান, এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শুরু হয় সকাল সাড়ে দশটায়। ট্রাস্টের রাজ্য সম্পাদক এম. রুহুল আমিন নারী ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। রোজিনা বেগমের সুললিত কণ্ঠে গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সভার সভাপতি ড. রমজান আলি স্বাগত ভাষণে নারী সমাজের বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যৎ বিকাশের ওপর আলোকপাত করেন। কবিতা পাঠে অংশ নেন মাজরুল ইসলাম, আব্দুল গফফার, আব্দুর রহমান, স্বামিমা আসমান, রাফিয়া সুলতানা, নুরজাহান বেগম, বাবুর আলী মন্ডল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হয় 'বঙ্গীয় নারী ভাবনা - ২০২৪' বিশেষ সংখ্যা। উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সা'আদুল ইসলাম এবং সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সা'আদুল ইসলাম মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ কামনা করেন। সম্পাদকীয় পাঠ করেন ও সঞ্চালনায় ছিলেন ট্রাস্টের সহ-সম্পাদক মুস্তারী বেগম।

দ্বিতীয় পর্বের সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক ড. জাহির আব্বাস। সা'আদুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। এই পর্বে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে ছিল নুরজাহান বেগমের কাব্যগ্রন্থ 'কুসুম কলিকা' ও রাফিয়া সুলতানার উপন্যাস 'মাটি থেকে মঞ্জিল' ও শেখ রফিকুল ইসলামের'' ঘূর্ণাবর্ত '' । সঞ্চালকগণ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন এবং সামসুজ্জামান সাহেবের গান দর্শকদের মুগ্ধ করে। উপস্থিত ছিলেন ডা. শামসুল হক, সফিউন্নিসা এবং ঔপন্যাসিক ইসমাইল দরবেশ।

মধ্যাহ্নকালীন বিরতির পর সাবিনা সৈয়দ-এর সঞ্চালনায় পর্বটি সভাপতিত্ব করেন মুন্সী আবুল কাশেম। রোজিনা বেগমের গান এবং কবিতা পাঠ করেন মহম্মদ মফিজুল ইসলাম, ফারুক আহমেদ, নাজমা সুলতানা, ফরিদ আহমেদ, শহীদুল্লাহ, হাসনে হারা প্রমুখ ।

খামার দিবস পালন উপলক্ষে প্রশিক্ষণ শিবির

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা প্রকল্প ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের অধীনে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ ও খয়রাশোল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তার করণের ব্যবস্থাপনায় লোকপুর থানার সারসা গ্রামে খামার দিবস পালন উপলক্ষে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। উক্ত গ্রামের চাষীদের নিয়ে নানান ধরনের কৃষিজাত ফসল উৎপাদনের বিষয়ে আলোকপাত করেন জেলা ও ব্লকের কৃষি আধিকারিকেরা। বিশেষ করে উল্লেখ করেন যে শুধুমাত্র ধান চাষের উপর নির্ভর না থেকে লাভজনক মিলেট চাষের উপরে ও জোর দেওয়া প্রয়োজন। ফসলের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োগের নির্দিষ্ট সময়সীমা ও ঔষধের পরিমাণ সহ নানান বিষয়ে চাষীদের অবগত করেন। আসন্ন রবি মরশুম এর শুরুতেই চাষীভাইদের উদ্যেশ্যে বার্তা দিলেন যে কিভাবে সরিষা, আলু,এবং কলাইজাতীয় ফসল চাষ করা যেতে পারে।চাষের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে বেশী বেশী ফসল পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।উল্লিখিত ফসলগুলির বিভিন্ন রোগ,পোকা নিয়ন্ত্রণ এবং ঔষধ ব্যবহারের পরিমাণ ও নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে উপস্থিত চাষীদের সচেতন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি সদর কৃষি অফিস থেকে বিপদ ভঞ্জন পাল,সহ কৃষি অধিকর্তা(বিষয়বস্তু) ডঃ নিশীথ মণ্ডল,খয়রাশোল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুরজিৎ গড়াঁই, বিটিএম দেবেশ মুখার্জি,খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তারাপদ দাস প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গ।

আবাসের ঘর ফেরালেন দুই পঞ্চায়েত প্রধান

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: বাংলা আবাস যোজনার তালিকা থেকে নিজেদের নাম বাদ দিয়ে একটি নজির স্থাপন করলেন গলসি ২ নং ব্লকের দুই পঞ্চায়েত প্রধান। তাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করছেন অনেকেই। জানা গেছে, এবারের বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় গলসি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কমল রুইদাসের মা ভাদু রুইদাস এবং মসজিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মুন্সি মাড্ডির নাম এসেছে। যদিও তারা এই সুযোগ পাওয়ার যোগ্য, তবুও তারা গলসি ২ নং বিডিও অফিসে নিজেদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন।

গলসি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কমল রুইদাস জানান, তার মা ভাদু রুইদাসের নাম বাংলা আবাস যোজনায় এলেও তিনি এই সুবিধা নিতে চান না। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "অনেক অসহায় মানুষের এই তালিকায় নাম আসেনি। তাই আমি চাই, আগে তারাই সুযোগ পাক।" তিনি আরও বলেন, প্রতিদিন অনেক অসহায় মানুষজন তার কাছে এসে ঘরের জন্য অনুরোধ করেন, যা তার কাছে কষ্টদায়ক। তার দাবি, পঞ্চায়েতের হাতে তেমন কিছু ক্ষমতা নেই। তবে তিনি তার মায়ের নামে আসা বাড়িটি ফিরিয়ে দিয়ে একজন অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে পারবেন। পরে আবার সুযোগ হলে তিনি তখন আবেদন করবেন। তাতে না পেলেও তার দুঃখ নেই।

মসজিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুন্সি মাড্ডিও একই মনোভাব প্রকাশ করে বলেন, বাংলা আবাস যোজনায় তারও নাম এসেছে। তবে তিনিও ঘরটি ফিরিয়ে দিতে চান। প্রাপকের চাইতে কম ঘর এসেছে। এছাড়া তার মতো অনেক মানুষ পাবার যোগ্য হলেও তাদের নাম এই তালিকায় আসেনি। তার দাবি, অসহায় মানুষরা আগে সুযোগটা পাক। পরে তিনি আবেদন করবেন। এ প্রসঙ্গে গলসি ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি হেমন্ত পাল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সবদিক থেকে আমাদের রাজ্যকে বঞ্চিত করছে। "আমাদের এলাকার অনেক অসহায় মানুষের নাম এখনো তালিকায় নেই। এই দুই প্রধানের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এটি জন প্রতিনিধিদের জন্য একটি উদাহরণ।

গ্রেফতার বাইক চুরির মূল পাণ্ডা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: গ্রেফতার বাইক চুরির মূল পান্ডা। সঙ্গে উদ্ধার চুরি যাওয়া দুটি মোটর বাইক। মঙ্গলবার ধৃত বাইক চুরির মূল পান্ডাকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় পুলিশের তরফে।

জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার অন্তর্গত বার্তুকি গ্রামের বাসিন্দা আশরাফুল আলমের বাইক হারিয়ে যায়। এলাকারই শ্যামনগর বাজারে তিনি কাজের জন্য গিয়েছিলেন। কাজ সেরে নিজের বাইকের কাছে এসে দেখেন সেখানে তার বাইক নেই। এরপরই তিনি হরিরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি এলাকারই গুরুপ্রসাদ সরকার নামে আরেক ব্যক্তির বাইক খোয়া যায় দিন কয়েক আগে। পরবর্তীতে তিনিও হরিরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে ইটাহার থানা এলাকা থেকে প্রসীম সরকার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে হরিরামপুর থানার পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ছিটকিনি নিয়ে বচসায় মাকে দেওয়ালে ঠুকে খুন ছেলের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ঘরের ছিটকিনি দেওয়া নিয়ে মা এর সাথে বচসা। ঘরের দরজা বন্ধ করে মা এর মাথা দেওয়ালে বারংবার ঠুকে খুন করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। বাঁকুড়ার জয়পুর থানার ফুটকরা গ্রামের এই ঘটনাকে ঘিরে আজ সকাল থেকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। মৃতার স্বামীর অভিযোগ পেয়ে জয়পুর থানার পুলিশ মৃতার ছোট ছেলে স্বরুপ মেদ্যাকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতকে আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে জয়পুর ব্লকের ফুটকরা গ্রামে নিজের বাবা ও মা দাদার পরিবারের সঙ্গে বসবাস করে আসছিলেন স্বরুপ মেদ্যা। কিছুদিন আগে তাঁর মানসিক সমস্যা থাকলেও মাঝে তা ঠিক হয়ে যায়। পরিবারের দাবী গত ২ দিন ধরে স্বরুপ ফের অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করেন। ছেলে কখন কী করে বসেন সেই আশঙ্কায় গতকাল রাতে তাঁর মা মমতা মেদ্যা স্বরুপের ঘরে শুতে যান। ছেলে ঘরে ছিটকিনি দিতে চাইলেও মা চাইছিলেন ঘরে ছিটকিনি যেন না দেওয়া হয়।

হলদিয়ায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: মঙ্গলবার হলদিয়া উন্নয়ন ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি তুলে যে আবাস যোজনায় প্রকৃত প্রাপক তালিকা প্রস্তুতিকরণ ও দানা ঘুর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্য,সেই সঙ্গেই দশ দফা দাবিতে ব্লক অফিসে ডেপুটেশান দেয় কংগ্রেস।অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্রজলালচক মোড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পথসভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী মানসী দে শেঠ,শ্রমিক নেতা সুদর্শন মান্না, মহিলা নেত্রী মতি কাজল দাস, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সেক আজাদ আলি, তাপস উত্থাসিনী কর্মসূচিতে শতাধিক কর্মী-সমর্থক শামিল হয়।উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসে নেতৃত্ব সুকুমার মাইতি,মধুসূদন গুছাইৎ আব্দুল লতিফ সহ অনেকেই।

জেলা হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা সিউড়িতে

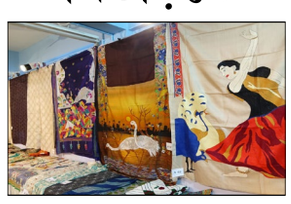

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: জেলা শিল্প কেন্দ্রের আয়োজনে জেলা হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় সিউড়ি সুপার মার্কেটের জেলা শিল্প কেন্দ্র কার্যালয়ে। সোমবার সূচনা হয় এবং মঙ্গলবার তার পরিসমাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন প্রান্তের হস্ত শিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী এখানে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনটি বিভাগে শিল্প কর্মগুলিকে রাখা হয়। প্রথম বিভাগে কাঁথা ও বাটিক শিল্প থেকে ৬ জন সফল শিল্পীকে নির্বাচিত করেন বিচারকরা। দ্বিতীয় বিভাগে কাঠ, সোলা, কচুরিপানা, খেজুরপাতা, ঘাস দিয়ে তৈরি শিল্পকর্মকে রাখা হয়েছিল।

আর্জেন্টিনার হয়ে অনুশীলনে ফিরে মায়ামিকে মেসির বার্তা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টার মায়ামির হয়ে দারুণভাবে কাটানো মৌসুমটা খানিকটা আক্ষেপের সঙ্গে শেষ করেছেন লিওনেল মেসি। নিয়মিত মৌসুমে রেকর্ড পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) সাপোর্টার শিল্ড জেতা মায়ামি প্লে-অফ পর্বের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছে। অথচ প্লে-অফে নিরঙ্কুশ ফেবারিট হয়েই মাঠে নেমেছিলেন মেসিরা, জিতেছিলেন তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথমটাও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পেরে ওঠেননি। আটলান্টার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হেরে বিদায় নিয়েছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। মায়ামির হয়ে মৌসুম শেষ করার পর মেসি এখন যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টিনা দলে। বুয়েনস এইরেসের এজেইজা স্টেডিয়ামে দলের সঙ্গে অনুশীলন করে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পরের দুই ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হবেন মেসি। এরই মধ্যে অবশ্য আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে তাঁর অনুশীলন শুরুও হয়ে গেছে। ১৫ নভেম্বর প্যারাগুয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে খেলতে নামবে বাছাই পর্বে শীর্ষে থাকা মেসির আর্জেন্টিনা। আর ২০ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচে ঘরের মাঠে মেসিরা আতিথ্য দেবে পেরুকে।

এই ম্যাচ দুটি খেলার জন্য আর্জেন্টিনা ফেরার সময় মেসি বার্তা দিয়ে গেছেন মায়ামি সমর্থকদের উদ্দেশেও। যেখানে কিছু লক্ষ্য পূরণ হওয়ার কথা বলেছেন মেসি। পাশাপাশিও ক্লাবটির হয়ে আরও অনেক কিছু জেতার সংকল্পের কথাও বলেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে মেসি লিখেছেন, 'এমন একটি মৌসুমে আমরা ক্লাব হিসেবে আরও বড় হয়েছি, সেটি শেষ হলো। আমাদের কিছু লক্ষ্য পূরণ হয়েছে, তবে আমরা আরও চাই। যাঁরা আমাদের পাশে ছিলেন এবং সমর্থন দিয়েছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা এখন পরের বছর আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসার প্রস্তুতি নেব।'
সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমে দলগতভাবে শিরোপা জেতার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও দারুণ অর্জন আছে মেসির। ইন্টার মায়ামির হয়ে এ মৌসুমে ২৫ ম্যাচে ২৩ গোল করেছেন মেসি, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ১৩ গোল। চোটের কারণে ও জাতীয় দল আর্জেন্টিনার খেলা থাকায় মিস করেছেন ২০ ম্যাচ।

৫৮-তেও খেলার প্রস্তুতি, এখনই থামতে চান না বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী ফুটবলার

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবছর একবার করে খবরে আসেন তিনি। এক বছর করে তাঁর বয়স বাড়ে এবং তিনিই থেকে যান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়সী ফুটবলার। সেই ধারাবাহিকতায় আবারও সংবাদের শিরোনাম হলেন জাপানের আলোচিত ফুটবলার কাজুইউশি মিউরা।
৫৭ পেরিয়ে ৫৮ ছোঁয়ার অপেক্ষায় থাকা মিউরা নাকি পরের মৌসুমেও খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জাপানের সংবাদমাধ্যম কাইয়োদো জানিয়েছে, দেশটির চতুর্থ স্তরের ক্লাবের হয়ে মিউরা আগামী মৌসুমেও খেলতে চান।
এই খবর সত্যি হলে ৫৮ বছর বয়সেও মাঠে দেখা যাবে মিউরাকে। ৫৭ পেরোনো মিউরা আগামী ফেব্রুয়ারিতেই উদ্‌যাপন করবেন ৫৮তম জন্মদিন। পরের মৌসুমে মাঠে নামলে সেটি হবে মিউরার ৪০তম মৌসুম।
৫৮ ছুঁই ছুঁই বয়সে মিউরার বিরামহীন ফুটবল-যাত্রা বিস্ময়কর ঘটনাই বটে। নয়তো ৩০ পেরোতেই তো ফুটবলারদের 'বুড়ো' বলে ডাকা শুরু হয়ে যায়। ৩৯ বছর বয়সী ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো বা ৩৭ পেরোনো লিওনেল মেসির বিদায়ের গুঞ্জনও প্রায় শোনা যায়। অথচ এর মধ্যেও মিউরার যেন থামাথামির নাম নেই। ফুটবলকে সেই ১৯৮২ সালে (পেশাদার ফুটবলে যাত্রা শুরু করেন ১৯৮৬ সালে) পায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন মিউরা। এরপর কত কিছু ঘটে গেল। কতজন কিংবদন্তি হয়ে চলেও গেলেন। কিন্তু এক মিউরা আর বলটিকে ছাড়তে পারেননি। ফুটবল নামের গোলকটির সঙ্গে আর কখনো বিচ্ছেদ ঘটেনি তাঁর। এর মধ্যে ছয়টি দেশের ঘরোয়া ফুটবলে খেলা হয়ে গেছে তাঁর।
বিভিন্ন মেয়াদে তিনি ব্রাজিল, জাপান, ইতালি, ক্রোয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও পর্তুগালের ক্লাবগুলোয় খেলেছেন। সব মিলিয়ে তিনি খেলেছেন ১৫টি ক্লাবে। দুই মেয়াদে খেলেছেন পেলে-নেইমারের ক্লাব সান্তোসেও। যেটি তাঁর প্রথম ক্লাবও বটে। লম্বা ক্যারিয়ারে চলার পথে অনেক ভক্ত-সমর্থকও পেয়েছে মিউরা। জাপানে সবচেয়ে পছন্দের ক্রীড়াবিদ হিসেবেও পরিচিত মিউরা, অনেকে তাঁকে আদর করে 'কিং কাজু' বলে ডাকে।
ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলা মিউরা এর আগে বলেছিলেন, ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত খেলতে চান তিনি। যেভাবে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, সেটা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। ক্লাব ফুটবলে বয়সকে হারিয়ে দেওয়া মিউরা জাপান জাতীয় দলের হয়ে তিনি ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত খেলেছেন। জাপানের জার্সিতে ৮৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে করেছিলেন ৫৫ গোল।

শচীন-কোহলির কীর্তিকে পেছনে ফেলেছেন গুরবাজ

আপনজন ডেস্ক: আক্রমণাত্মক ব্যাটার হিসেবেই পরিচিত রহমানউল্লাহ গুরবাজ। তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচে তার ছিঁটেফোটাও দেখানোর সুযোগ পাননি। দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছানোর আগেই ২২ বছর বয়সী ব্যাটারকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান তাসকিন আহমেদ।
সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে কাল ঠিকই গুরবাজের বিধ্বংসীরূপ দেখতে পেয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড নৈপুন্যে ম্যাচসেরা আজমতউল্লাহ ওমরজাই হলেও বাংলাদেশ যে গুরবাজের কাছেই হেরেছে এটা বললেও খুব বেশি বলা হবে না। গতকাল শারজায় তাকে আউট করার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছিল না মুস্তাফিজুর রহমান-শরিফুল হাসানরা। দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করে যখন থামলেন তখন বাংলাদেশের জয়ের আশাই শেষ করে দিয়েছেন তিনি। ৭ ছক্কা ও ৫ চারে দুরন্ত সেঞ্চুরিতে একটা কীর্তিও গড়েছেন গুরবাজ। বয়সের হিসেবে তার ক্যারিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরিটি দ্বিতীয় দ্রুততম। যেখানে পেছনে ফেলেছেন শচীন টেন্ডুলকার-বিরাট কোহলি-বাবর আজমদের মতো তারকাদের। ওয়ানডেতে অষ্টম সেঞ্চুরির দিন গুরবাজের বয়স হয়েছিল ২২ বছর ৩৪৯ দিন। অন্যদিকে ৮ সেঞ্চুরি করতে ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীনের সময় লেগেছিল ২২ বছর ৩৫৭ দিন।
আর কোহলির ২৩ বছর ২৭ দিনের বিপরীতে বাবরের লেগেছে ২৩ বছর ২৮০ দিন।
শচীন-বাবরদের পেছনে ফেললেও কুইন্টন ডি ককে পেছনে ফেলতে পারেননি গুরবাজ। অষ্টম সেঞ্চুরি করতে দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক ব্যাটারের সময় লেগেছে ২২ বছর ৩১২ দিন। অবশ্য ম্যাচের হিসেবে ডি ককে পেছনে ফেলেছেন গুরবাজ। প্রোটিয়াদের বাঁহাতি ব্যাটারের ৫২ ম্যাচের বিপরীতে আফগান ওপেনার খেলেছেন ৪৬ ম্যাচ। এই তালিকাতেও অবশ্য দ্রুততম নন গুরবাজ। তিনে আছেন তিনি। এখানে শীর্ষে আছেন ৪৩ ম্যাচে ৮ সেঞ্চুরি করা ডি ককের স্বদেশি সাবেক ওপেনার হাশিম আমলা। দুইয়ে আছেন বাবর। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের লেগেছে ৪৪ ম্যাচ। গুরবাজের অষ্টম সেঞ্চুরির ৩টিই বাংলাদেশের বিপক্ষে। দুটি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। আর একটি করে নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

কোহলির ব্যবসার দুনিয়া: বিমা, জিম, রেস্টুরেন্ট থেকে কফি ব্র্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানদের সংক্ষিপ্ত তালিকা করলে সন্দেহাতীতভাবে সেখানে বিরাট কোহলির নাম থাকবে। ২২ গজে সফল কোহলি ব্যবসায়িক জীবনেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন।
২৫ বছর বয়স থেকে বিনিয়োগ ও স্টার্টআপে জড়িয়েছেন কোহলি। আছে রেস্টুরেন্ট ব্যবসাও। খেলোয়াড়ি জীবনের সায়াহ্নে এসে ভারতের এই তারকা ব্যাটসম্যান যুক্ত হলেন পরামর্শক সংস্থার সঙ্গে। মুম্বাইভিত্তিক এই সংস্থার নাম 'স্পোর্টিং বিয়ন্ড'। এতে অন্যতম অংশীদার হিসেবে আছেন ভারতের সাবেক কোচ ও ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রী।
পরামর্শক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়া নিয়ে কয় দিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন কোহলি। ৩৬ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান 'স্পোর্টিং বিয়ন্ড'-এর সঙ্গে জুটি বাঁধাকে নতুন শুরু ও নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন।
তিনি জানিয়েছেন, এটি তাঁর লক্ষ্য, স্বচ্ছতার মূল্যবোধ, সততা ও খেলার প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কোম্পানিটি যে তাঁর ব্যবসার স্বার্থে কাজ করবে, সেটিও নিশ্চিত করেছেন।
কোহলির এই নতুন শুরু তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈশ্বিক ব্র্যান্ড হিসেবে দাঁড় করাতে ভূমিকা রাখবে। ক্রীড়াঙ্গনের মহাতারকাদের মধ্যে ব্যবসায়িক উদ্যোগে জড়ানো ইদানীং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সাবেক ইংলিশ ফুটবলার ডেভিড বেকহাম, পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, বাস্কেটবল কিংবদন্তি মাইকেল জর্ডান, টেনিস কিংবদন্তি রজার ফেদেরার ও সেরেনা উইলিয়ামসরা এভাবেই বিচক্ষণতার সঙ্গে বিনিয়োগ করে তাঁদের উপার্জনকে কয়েক গুণ বাড়িয়েছেন। বেকহাম তো ১০ কোটি ডলারের (১২০০ কোটি টাকা) ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যই গড়ে তুলেছেন। আর মাইকেল জর্ডান ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী ক্রীড়াবিদ। কোহলিও এবার সেই পথে হাঁটছেন। 'স্পোর্টস বিয়ন্ড'-এর সঙ্গে কোহলির যুক্ত হওয়া নিয়ে কোম্পানির পরিচালক জয়বীর পানওয়ার ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, 'স্পোর্টিং বিয়ন্ড বিরাটের (কোহলির) এজেন্ট বয়। বরং আমরা তাঁর সব ধরনের ব্যবসায় উপদেশ ও পরামর্শ পরিষেবা দিয়ে যাব। আমরা তাঁর সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের একটি নিবেদিত দল নিয়ে কাজ করব।' কোম্পানিতে রবি শাস্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে পানওয়ার বলেছেন, 'রবি (শাস্ত্রী) বেশ কিছু সময় ধরে আমাদের অংশীদার। ডোমেইন দক্ষতাসম্পন্ন আমাদের বিশেষায়িত দল রয়েছে। আমরা নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবনা তৈরিতে বিনিয়োগ করেছি।' বিশ্ব ক্রিকেটের শীর্ষ তারকাদের একজন হওয়ায় ব্র্যান্ড ও বিজ্ঞাপনের জগতে বিরাট কোহলির চাহিদা অনেক। কোহলি গত বছরের শেষ দিকে তাঁর দীর্ঘদিনের ব্যবস্থাপক এবং ব্যবসায়িক অংশীদার বান্টি সাজদেহের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে কোহলির একার সম্পদের মূল্য ১ হাজার কোটি রুপির (১৪২৪ কোটি টাকা) বেশি। পুমা, এমআরএফ, পেপসি, কোলগেট, অডি, তিসো, স্যামসোনাইট, ভালভোলিন, পিএনবির মতো কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানে পণ্যদূত, বাণিজ্যিক দূত অথবা শুভেচ্ছাদূত হিসেবে কাজ করছেন তিনি। কোহলির বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য ছড়িয়ে আছে বিমা, বিকল্প প্রোটিনজাতীয় খাবার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম স্টার্টআপ, ক্রীড়াসামগ্রীর ব্র্যান্ড, রেস্টুরেন্ট ও ব্যায়ামাগারে।
কোহলির রেস্টুরেন্টের নাম নুয়েভা বার অ্যান্ড ডাইনিং, যা তিনি নিজ শহর দিল্লিতে ২০১৭ সালে চালু করেন।
এসবের বাইরে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ফুটবল ক্লাব এফসি গোয়া, ই-ওয়ান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের মোটরস্পোর্ট দল ব্লু রাইজিং এবং বিশ্বখ্যাত কফি ব্র্যান্ড রেজ কফির মালিকানা কিনেছেন কোহলি। মোটরস্পোর্ট দলে টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল ও চেলসির সাবেক স্ট্রাইকার দিদিয়ের দ্রগবারও মালিকানা আছে।

কুলতলিতে নকআউট রবার বল খেলার উদ্বোধন করেন বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: টানা একমাসের উৎসবের মরশুমে বিভিন্ন এলাকায় খেলা উৎসব শুরু হয়েছে। গ্রামবাংলায় হারিয়ে যেতে বসা খেলাতে আবার মানুষকে খেলা মুখী করতে এই প্রয়াস।আর মঙ্গলবার জয়নগর ২ নং ব্লকের মনিরতটে এই খেলার সূচনা করেন স্থানীয় বিধায়ক।এদিন নক আউট রবার বল ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের সূচনা হলো জয়নগর ২ নং ব্লকের মনিরতট ২ নম্বর প্রাইমারি স্কুল মাঠে। এদিন শুভ সূচনা করলেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মিলন পুরকাইত, মনিরতট অঞ্চল সভাপতি শাজাহান মোল্লা, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি আনাম আলী খাঁন, সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার IWM সোশ্যাল মিডিয়ার সাধারণ সম্পাদক বাপি মোল্লা সহ আরো অনেকে। জয়নগর, কুলতলি, রায়দীঘি, মগরাহাট ও ক্যানিং এলাকা থেকে এই খেলায় অংশ নেন বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়েরা। বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই খেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে।

পিচে কি অতিরিক্ত গতি এবং বাউন্স থাকবে? যা জানালেন পিচ কিউরেটর

আপনজন ডেস্ক: ভারতের জন্য কি অস্ট্রেলিয়া সবুজ পিচ নিয়ে অপেক্ষা করছে? জানা যাচ্ছে, পার্থের পিচে বেশ ভালোই গতি এবং বাউন্স থাকবে। সেই কথা অকপটে জানিয়ে দিলেন অপ্টাস স্টেডিয়ামের প্রধান পিচ প্রস্তুতকারক আইজাক ম্যাকডোনাল্ড। তাঁর কথায়, সাধারণত পার্থের পিচের চরিত্র ঠিক যেমনটা হয়, তেমনই রাখা হচ্ছে। ফলে, পেস বোলাররা বেশ ভালোই সাহায্য পাবেন এই পিচ থেকে। প্রসঙ্গত, ঘরের মাঠে স্পিন সহায়ক পিচে খেলেছে ভারত। এবার সেখান থেকে এসে সোজা পেস সহায়ক পিচে খেলতে নামবে তারা। তার আগে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচও নেই। যদিও প্রথমে ঠিক ছিল যে, ভারত-এ দলের বিরুদ্ধে পার্থে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে তারা। কিন্তু পরে তা বাতিল করে দেওয়া হয়। বরং, তার বদলে নিজেদের মধ্যে নেটে অনুশীলন সারবে ভারতীয় ক্রিকেট দল।

ম্যাকডোনাল্ড জানাচ্ছেন, "আমরা এমন পিচ তৈরি করছি, যেখানে প্রচণ্ড গতি থাকবে। আর সঙ্গে থাকবে বাউন্স।" এছাড়াও পিচে ১০ মিলিমিটার লম্বা ঘাস থাকবে বলে জানা যাচ্ছে। ঠিক সেই কারণেই পেসাররা বাড়তি সাহায্য পেতে পারেন। আর এই পিচ প্যাট কামিন্স, জস হেজলউড এবং মিচেল স্টার্কের মতো পেসারদের জন্য আদর্শ বলেই মনে করছে ক্রিকেটমহল। অপরদিকে, ভারতীয় দলে রয়েছেন যশপ্রীত বুমরা, আকাশদীপ এবং মহম্মদ সিরাজ। তবে ভারতীয় দলের জন্য আরও একটি সুখবর যে, মহম্মদ শামি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি বাংলার হয়ে খেলতে নামবেন রঞ্জিতে। বোর্ড চাইলে তাঁকে অস্ট্রেলিয়া পাঠাতেও পারে। আর শামি দলে ফিরলে পার্থের পিচে ভারত যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তা নিশ্চিত।

২২ বছর বয়সে পরপারে ইকুয়েডরের ফুটবলার

আপনজন ডেস্ক: লড়াইটা প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গেই হওয়ার কথা ছিল। যা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই করে আসছিলেন মার্কো আঙ্গুলো। কিন্তু গত ৪ সপ্তাহ ধরে ইকুয়েডরের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার লড়াই করছিলেন মৃত্যুর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে হারই মানতে হলো আঙ্গুলোকে।
তাই ক্যারিয়ার গড়ার সময় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হলো তাকে। কারণ সবে যে ২২ বছরে পা দিয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত করেছে তার ক্লাব এলডিইউ কুইতো। বিবৃতিতে লিখেছে, 'আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের প্রিয় খেলোয়াড় মার্কো আঙ্গুলো মারা গেছেন।
তার পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রইল।'
গত ৭ অক্টোবর কুইতো শহরে কার দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন আঙ্গুলো। তার সঙ্গে আরও দুজন আহত হন। তার পর থেকেই হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন তিনি।
শেষ পর্যন্ত ৩৫তম দিনে এসে লড়াইয়ে হারই মানলেন। অন্য দুজনের অবস্থা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।
২০২০ সালে ইকুয়েডরের ইন্দিপেন্দেন্তে জুনিয়র্সরে হয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন আঙ্গুলো। এরপর মেজর লিগ সকারের ক্লাব এফসি সিনসিনাটিতে যোগ দেন তিনি। এ বছর ধারে কুইতোতে যোগ দিয়েছিলেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার।
গত ২০২২ সালে ইকুয়েডরের জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় তার। সেই যাত্রা ৩ ম্যাচেই থেমে গেল তার।

তবে কি ১০০০ গোল নিয়ে ভাবছেন না রোনাল্ডো

আপনজন ডেস্ক: পর্তুগিজ তারকা আরো কিছুদিন চালিয়ে যেতে চান দৌড়টা। তাই স্বপ্ন বুনেছেন প্রথম ফুটবলার হিসেবে ১০০০ গোল করেই অবসর নেবেন তিনি। সেই লক্ষ্যে ছুটেও চলছেন রোনাল্ডো। তবে বাস্তবতা প্রতি মুহূর্তেই স্মরণ করে দেয় পথটা সহজ নয়। নিজেও এমনটা বুঝতে পেরে কিছুটা সুর পাল্টিয়েছেন। তার মতে, ১০০০ গোল করতে পারলে দারুণ হবে, তবে না পারলেও ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতাও তো হয়েছি। সম্প্রতি পর্তুগালের ফুটবল ফেডারেশন থেকে দেওয়া মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার 'দ্য প্লাটিনাম কুইনাস' পাওয়ার পর এমনটি জানিয়েছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী। বিশ্বের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ৯০০ গোলের রেকর্ড গড়া রোনাল্ডো বলেছেন, 'এই মুহূর্ত নিয়েই বেঁচে আছি। আমি দীর্ঘমেয়াদি কোনো কিছু নিয়ে ভাবছি না। প্রকাশ্যে ১০০০ গোল করার কথা বলেছিলাম। এখনো মনে হচ্ছে সব কিছু সহজ। যেহেতু গত মাসে ৯০০ গোল করেছি। তবে বর্তমানকে নিয়েই ভাবছি। আগামী কয়েক বছর দেখতে হবে আমার পা কেমন থাকবে। ১০০০ গোল করতে পারলে দারুণ হবে। কিন্তু যদি না পারি তাহলে ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ গোলের যে রেকর্ড গড়েছি তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব। দীর্ঘ ২১ বছরের বেশি সময়ের পেশাদার ক্যারিয়ারে ১২৫০ ম্যাচ খেলেছেন রোনাল্ডো। পেশাদার ফুটবলের মতো আন্তর্জাতিকে সর্বোচ্চ ম্যাচ ও গোলদাতাও 'সিআর সেভেন'। পর্তুগালের হয়ে ২০০৩ সালে ক্যারিয়ার শুরু করা ফুটবল কিংবদন্তি ২১৬ ম্যাচ খেলে করেছেন ১৩৩ গোল। ২০১৬ ইউরো ও ২০১৯ নেশনস লিগ জয়ী তারকার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে ১০০০ গোলের আগেই হয়তো থেমে যেতে পারে তার ক্যারিয়ার।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**